পৃ ১০৩২

গুপ্ত বৃন্দাবন।

শ্রীপ্রিয়নাথ পালিত এম্, এ, বি, এল,
বিরচিত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

" প্রভবতি শুচির্মণির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে ন চ মৃদাং চয়। "

হিন্দুপ্রেস,
৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

বিজ্ঞাপন।

অধুনা যদিও এইরূপ শত শত নাটক রচিত হইয়াছে, তথাপি আমি বহু যত্নে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়া, জনসমাজে নীত করিলাম। এখন এই খানি সাধারণ সমক্ষে অভিনীত হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হয়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন এই নাটকের অধিকাংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং ইহার যথা স্থানে কয়েকটী গীত সন্নিবেশিত করিয়া আমাকে সাতিশয় আনন্দিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বৈশাখ, সন ১২৮৫।

শ্রীপ্রিয়নাথ পালিত।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথমবারের মুদ্রিত পুস্তক সমুদয় একেবারে নিঃশেষিত হওয়াতে, এবং দেশ বিদেশীয় গুণগ্রাহী গ্রাহক মহোদয়গণ পুস্তক প্রাপ্তির জন্য পুনঃপুন প্রার্থনা করাতে, ইহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা।
আশ্বিন, সন ১২৯৭।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নফর বাবু	... ...	এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি।
ব্রজেন্দ্র	... ...	নফরের পুত্র।
কালি ও যদুবাবু	...	নফরের ইয়ারদ্বয়।
গোমিশ্	... ...	একজন বিলাতের ফেরৎবাবু।
জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য	...	নফরের আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
রতন	... ...	নফরের সরকার।
নারাণে	... ...	একজন খানসামা।
ভর্ত্তু	... ...	নফরের ভৃত্য।

স্ত্রী।

বিন্দু	... ...	নফরের স্ত্রী।
কামিনী	... ...	ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী।
সরলা	... ...	জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী।
সারী	... ...	বিন্দুর পরিচারিকা।

ডাক হরকরা, পাহারাওয়ালা, দাসী, নাপ্তিনী প্রভৃতি।

গুপ্ত বৃন্দাবন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কলিকাতা। নফর বাবুর বৈঠকখানা।)

নফর বাবু ও জগন্নাথ আসীন।

নফর। তবে ভট্‌চায্ মহাশয়! কালই যাওয়া শ্রেয়?

জগ। আজ্ঞে, কাল অতি উত্তম দিন, মাঘমাসের সংক্রান্তি, অষ্টমী, তা মায়ের বাড়ী যাবার দিনই বটে।

নফর। তবে কালই যাওয়া যাগ, কারণ বৌমা আবার কবে বাপের বাড়ী যান, ওঁকে ত নিয়ে যেতে হবে।

জগ। বৌমা এত শীঘ্র যাবেন কেন? এই সে দিনে না এসেছেন?

নফর। আমার ব্যাই মশায় আবার বলে পাট্টিয়েছেন যে এখন নতুন নতুন বড় অধিক দিন যেন না রাখা হয়। ছেলে মানুষ কাঁদ্‌বে টাঁদ্‌বে।

জগ। হুঁঃ! এখনকার মেয়েরা কি আবার কাঁদে মশায়, আপ্‌নিও যেমন!

নফর। আবার তিনি বলেন যে আবার কামিনী (কামিনী আমার বৌমার নাম) ঘরে না থাক্‌লে আমার ঘর যেন ভোঁ ভোঁ করে।

জগ। তাঁর যদি এমন মনে হয় তবে তিনি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন কেন? ঘরে রাখ্‌লেই ত হতো। তিনি যদি লেখা পড়া না জান্‌তেন তা হলে আর বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী রাখ্‌তে অমত কর্‌তেন না।

নফর। দেখুন তবু আমি মেরে কেটে দিন পনের রেখিচি।

জগ। মশায়! কথাই আছে, স্ত্রীলোক ছেলে বেলাই বাপ মার কাছে থাক্‌বে তার পর বড় হলেই শ্বশুর বাড়ী ঘর কর্‌বে। আমাদের একটা শ্লোক আছে যে গো— মর্ ছাই মনেও পড়ে না। (নস্য গ্রহণ)

নফর। (স্বগত) তোমার শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই তা আমি বিলক্ষণ জানি। (জগন্নাথের প্রতি) কেন মনে পড়বে না কেন? এই যে—

"শিশুকালে পিতা মাতা যুবাকালে পতি।
বৃদ্ধকালে পুত্র বিনে আর নাই গতি॥"

জগ। হাঁ হাঁ ঐ বটে। (নস্য গ্রহণ।)

নফর। তবে কাল কি কি চাই তার একটা ফর্দ্দ কর্ত্তে হবে।

জগ। যে আজ্ঞে খানিক বাদেই এনে দিচ্ছি।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

নফর। এই ভর্ত্তু! রতনকো বোলাও।

নেপথ্যে। রতন বাবু! তোম্‌কো বাবু বোলাতা হ্যায়।

(কলম হস্তে রতনের প্রবেশ।)

নফর। তোমার তফিলে এখন কত টাকা আছে?

রতন। বড় বেশী হবে না টাকা আঠারো আছে।

নফর। তা দেখো যেন ও থেকে আর খরচ করো না। আমার কাল চাই।

রতন। কবে কালই কালিঘাটে যাওয়া হচ্চে?

নফর। হাঁ! তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

রতন। যে আজ্ঞা, আমি এখন ধোপার হিসাবটা মিটিয়ে আসি।

[রতনের প্রস্থান।

(যদু ও কালি বাবুর প্রবেশ।)

নফর। আস্‌তে আজ্ঞা হোক। অনেক দিনের পর যে?

যদু। আর এই ডেঙ্গু টেঙ্গু হয়েছিল, তাই আস্‌তে পারিনে বাবা। এখনও শরীরের ব্যাথা মরেনি। কি ভয়ানক ফিবার!

নফর। (কালির প্রতি) আচ্ছা কালি বাবু! ওঁর যেন ডেঙ্গু হয়েছিল, তোমার? তুমি কি আমাদের ভুলে টুলে গেছ নাকি?

কালি। কি! আমি ভুলে গেছি?

Doubt, that the stars are fire;
Doubt, that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt, I love.

নফর। এই যে সেক্‌সপীয়ার পড়েছ, বাঃ!

কালি। বাবা! ব্রাউন্স সাহেবের কাছে পড়া হয়েছে আর কারুর কাছে নয়। লিটারেচরে বিদ্যে টন্‌টনে।

নফর। তবে কালি বাবু ভাল আছেন ত?

কালি। Scarce half I seem to live, dead more than half.

নফর। কেন হে, ব্যাপার খানা কি?

কালি। (অধোবদনে দুঃখিত ভাবে স্বগত) আর ব্যাপার-খানা কি, অন্তর্যামীই জানছেন।

যদু। আর ভাই! বড় দুঃখের বিষয় হয়ে গেছে। দিন আস্টেক হলো ওঁর স্ত্রী গত হয়েছেন।

নফর। (বিস্মিত হইয়া) অঁ্যা সে কি! কি হয়েছিল?

কালি। ব্রাক্‌ফিবার—

নফর। তাই ত হে। এরই মধ্যে গৃহশূন্য হলো!

কালি। "বৃক্ষমূলে চ দয়িতা যত্র তিষ্ঠতি তদ্‌গৃহং।
প্রাসাদোপি তয়া হীনঃ কান্তারাদতিরিচ্যতে॥"

(অশ্রুপাত)

যদু। আর যাগ্ যাগ্ ও সব কথা আর মনে কেন ভাই? তুমি ত জান সংসার অনিত্য।

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

কালি। না আর মনে কর্‌বো না। আমাদের বেশ আমোদ চল্‌ছিল।

নফর। কালি বাবু! ঈশ্বরের মনে যা ছিল তা হয়েছে। তবে—তোমরা যে বেশ সংস্কৃত জ্ঞান দেখ্‌ছি।

যদু। বাবা! আমরা নরেন্দ্রকৃষ্ণ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়েছি। আহা তাঁর যে পড়াবার ভঙ্গিমে! হাত মুখ নেড়েই অর্দ্ধেক বুঝিয়ে দিতেন। আর ব্যাকরণের দুই একটা কোশ্চেন্ জিগ্যেস কর্‌লেই পণ্ডিত বলে উঠ্‌তেন—ওহে বাপু তোমরা কি আমায় তাড়াবে নাকি?

নফর। বটে! (হাস্য) ওহে কাল কালিঘাটে যাওয়া যাচ্চে তোমাদের যেতে হবে।

যদু। আর কেন বাবা! মাপ কর। এই সবে জ্বর থেকে উঠিছি।

নফর। তা বল্লে হবে না, যেতেই হবে।

কালি। আমাকেও টান্‌চ নাকি?

নফর। বিলক্ষণ! তোমাকে আগে চাই। কালি না হলে কি

কালিঘাট মানায় ? A kingdom without a king !

কালি। তবে আমাদের রসদ চাই বাবা।

নফর। তা হবে বৈ কি। তা নইলে কোন্ শালা যাবে ?

যদু। আরে আজ কাল ওয়াইন উওমেন্ ছাড়া কি আর কালিঘাট আছে ? কালিঘাট পার্টি হলেই ও দুটো অওারষ্টুড্, তাও জান না ?

নফর। না হে উওমেন্টা হবে না, কারণ কাল বাড়ীর মেয়েরা যাচ্চে।

কালি। তবে বাবা আমি নেই। I want that elixir তারই সঙ্গে উওমেন্।

যদু। আরে তা বৈকি নফর বাবু! ওয়াইনের দোছট্ সঙ্গে যাবে না ? কি বাবা! এত দিন মদ খেয়ে শেষে মদের অপমান! এ বাবা তোমার ধর্ম্মে সবে না তা বল্‌চি। দেখ তোমার শীগ্গির ভরাডুবি হবে।

নফর। না বাবা আমাকে মাপ কর, কাল খালি ওয়াইনেতেই সাত্তে হবে।

যদু। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে।

নফর। তবে কাল সকালে আস্‌ছ ভাই ?

যদু। O Yes must ! (স্বগত) নিতান্ত নিরিমিষ ত নয় সঙ্গে মেয়ে মানুষত আছে।

(সারীর প্রবেশ।)

সারী। বাবু! একাবর বাড়ীর মধ্যি উঠে এস্থন্।

কালি। (নফরের প্রতি) আরে যাও যাও তলব্ হয়েছে।

নফর। তবে তোমরা একটু বস্‌বে কি?

কালি ও যদু। না আমরা যাই এখন Good evening.

নফর। আচ্ছা Good evening.

[উভয়ের প্রস্থান।

সারী। তোমার বিয়াই বাড়ী হতি নোক এয়েচে আজই বৌ মাকে নিয়ে যেতি চায়।

নফর। বাঃ আমি কাল কালিঘাট যাব! চ দেখি আমি বাড়ীর ভেতর যাচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নফর বাবুর অন্তঃপুর।)

বিন্দু, সারী ও দাসী আসীনা।

দাসী। তবে মা! তশু´দিন পাঠিয়ে দিও। কেন বলি মা? আমাদের ছোট দিদিমুনি ঘরে না থাক্‌লে ঘর যেন অন্ধকার হয়।

বিন্দু। তা আচ্ছা মা! তশু´ই পাঠিয়ে দোব, কর্ত্তা বাবুও বলে গেলেন শুন্‌লে ত? আমার পুজ মানৎ আছে তাই মা! কাল একবার মনুলা ঘাটে যাব।

দাসী। মা! কালি নাম ধর্ত্তে পারনি কেন গা?

সারী। ওঁর শাউড়ীর নাম যে, কেমন করে আর ধর্‌বেন? হ্যাঁগা! তোমাদের মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন গা?

দাসী। ওগো তা জাননা? তোমার বৈএর ঠাকুরদাদা এই এ পেয়েছেন——ঐ যে কি ভাল বলে অনেক দিন কুটি বেরুলে যা পায়——

সারী। ও প্যান্‌সিল পেয়েছেন বুঝি?

দাসী। (হাস্য করিয়া) হ্যাঁগো হ্যাঁ! ও সব পোড়া কি আমাদের মনে থাকে? তাই তিনি বল্লেন্ কবে আছি কবে নেই একবার বিন্দাবনে গোবিন্দ দর্শন করে আসি। তিনি তেশ্‌রা বেরুবেন কিনা তাই একবার যাবার সময় নাতিনের সঙ্গে দেখা করে যাবেন, শুন্‌লে?

বিন্দু। তেশ্‌রা বেরোবেন্ তবে ত আস্‌চে বুধবার। তা দেখে যাবেন বৈকি, দেখে যাবেন না?

দাসী। তবে ঐ কথা রৈল এখন আসি মা।

বিন্দু। হ্যাঁ তবে এস।

দাসী। (সারীর প্রতি) আমাদের দিদিমুনিকে এক বার ডেকে দাও না বোন্! তাঁকে একবার বলে যাই।

সারী। তোমার দিদিমুনি কোথায় খেলাচ্চেন্ বুঝি, যাই ডেকে আনি।

[সারীর প্রস্থান।

বিন্দু। ঝি! তুমি বিয়ানকে বোলো আমি দিন পনের বাদে আবার নিয়ে আস্‌বো। (নেপথ্যে মলের শব্দ) ঐ বৌমা আস্‌ছে, বৌমা আমার লক্ষ্মী গো।

(সারী ও অবগুণ্ঠনবতী কামিনীর প্রবেশ ও সকলের উপবেশন।)

দাসী। দিদিমুনি! তবে আমি আসি এখন? তোমাকে পশু´ই নিয়ে যেতুম্ তা মাসের পৈলে ত যেতে নেই তাই তশু´ দিনে একেবারে পাঁচটার সময় পাল্কি নিয়ে আস্‌বো। (কামিনীর অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন)

বিন্দু। ওমা কাঁদ কেন বাচা? এই ঘর ছেরকাল কর্ত্তে হবে, তা কাঁদতে আছে? বাপের বাড়ী ত পাঁচ দিন, আর তুমি নিতান্ত ছোটটী নও শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ডাগর ডোগোর হয়েচ।

দাসী। কাঁদিস্‌নে বোন, (কামিনীর কাণে কাণে বলিয়া বিন্দুর প্রতি) তবে এখন আসি মা, রাত হয়।

[দাসীর প্রস্থান।

সারী। ওকি বৌদিদি! কাঁদতে আছে কি, কান্না কি? আজ কালের মেয়েরা কি শ্বশুর ঘর কর্ত্তে কাঁদে গা?

বিন্দু। (কামিনীকে ক্রোড়ে বসাইয়া) দেখ বৌমা! কাল সকালে সেইখানে যাব——

সারী। কালিঘাটে——

বিন্দু। হ্যাঁ—যাব, তা তোমাকে বাক্সো, পুঁতুল, পট কিনে দেবো।

সারী। তা বেস্‌তো, ওঁর যা যা দরকার হবে উনি আমাকে বল্‌বেন, আমি সব কিনে এনে দেবো।

বিন্দু। সারী! তুই একটু বৌমার কাছে বোস্ আমার কাজ আছে। বেজো আবার এখনও ফিরে এলোনা—

সারী। তিনি কোথায় গেচেন?

বিন্দু। ঐ যে কি বেম্মসভা না কি বলে—সেইখানে যায়। সেখানে আবার মেয়েরাও না কি যায় শুনিচি।

[বিন্দুর প্রস্থান।

সারী। (কামিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া) দেখি দেখি ও মা! কেঁদে কেঁদে যে একবারে মুখ টুক ফুলে গেচে। এই যে মুখটি একবারে সিঁদুর পারা হয়ে গেচে!

কামিনী। (অনুচ্চ স্বরে) ঝি! কাল কখন যাবে গা?

সারী। কেন সকালেই যাব, যেয়ে আবার আদ্যিগঙ্গায় চান কর্ত্তি হবে কি না।

(নেপথ্যে জুতার শব্দ)

সারী। (ব্যস্ত হইয়া) ঐ দাদা বাবু বুঝি এস্‌চেন পালাই মা! (গমনোদ্যতা)

কামিনী। (সারীর অঞ্চল ধরিয়া) ঝি! যেওনা যেওনা একটু বসো না।

সারী। না বাবা! দাদা বাবু আবার বেজার হবেন।

[সারীর প্রস্থান।

কামিনী। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) আঃ! আর এই দুটো দিন কেটে গেলে বাঁচি। বাবা! মেয়ে হওয়া কি যন্ত্রণা। শ্বশুরবাড়ী ত নয় এ যেন যমের বাড়ী। এখান থেকে বেরুতে পাল্লে বাঁচি। আমার মা আমার জন্যে কত ভাব্‌চে। বাবা রঘুনাথ! তোমায় সেখানে গে পাঁচসিকের সন্দেশ ভোগ দেবো—

(হঠাৎ ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। এখানে মা ছিল না?

কামিনী। (হস্ত নাড়িয়া) না।

ব্রজ। আঃ! এখানে আর কেউ নেই ভাল করেই কথা কওনা ছাই। এতো ভাল লজ্জা দেখ্‌চি এর। দেখ এ লজ্জা আবার থাক্‌লে বাঁচি। আর কিছু দিন বাদে আমরা আবার তোমাকে দেখে পালাব।

কামিনী। আঃ! তাইত বল্‌চি, না।

ব্রজ। (কামিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া) একি! মুখ এত লাল কেন? কান্না হচ্ছিল বুঝি? এই যে মা তোমাকে আবার সিঁদুর পরিয়ে দেচে! ওটা মিচি মিচি পরিয়ে কি হয়? তুমি পুঁচে ফেল, আমার কথা শোন বল্‌চি।

কামিনী। আমাকে বক্‌বে তা হলে, পুঁচো না।

ব্রজ। আরে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নেই তাই বকে। আমি পুঁচে দিচ্চি তার আর কি? সিঁদুর পরে বড্য বাহার বেরোয়। আহা মরে যাই আর কি, ঠিক্ যেন তোমাদের মা শেতলা আর কি। (সিঁদুর মুছিয়া দেওয়া)।

কামিনী। আঃ যাওনা ও কি কর? মা আস্‌চেন যে। এত ভাল গেরোয় পড়িচি বাপু। মরণটা হলে বাঁচি।

(বিন্দুর প্রবেশ।)

বিন্দু। হাঁরে বেজো! তোর এত রাত হলো যে? আমি সেই অবধি পথ পানে চেয়ে রয়েচি, এই আসে এই আসে।

ব্রজ। আচ্ছা সে কথা হচ্চে। তোমাকে যে বলেছিলুম সিঁদুর পরিও না পরিও না, ফের পরিয়েচ? তুমি কি আমার কথা শুন্‌বে না? মিছি মিছি বাজে খরচ কেন?

বিন্দু। ওরে বাবা! সিঁদুর কি ওঠাতে আছে? অকল্যাণ হয় যে রে বাবা!

ব্রজ। (বিরক্তভাবে) আচ্ছা ভাল। হয় ত হয়।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

বিন্দু। এ কোথাকার পাগল ছেলে গা! এ সভায় গে যে কি ছাই পাঁশ শেখে তাত বলতে পারিনে। এ পোড়া সভা উঠে যায় না কেন? কাল মায়ের বাড়ী যাব এ কথা শুনলে একবারে তেলে বেগুনে হবে। ভাল আপদেই পড়িচি। বৌমা! এসত ভাত খাবে মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(ব্রজেন্দ্রের গৃহের পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান।)

ব্রজেন্দ্র আসীন।

ব্রজ। কি ভয়ানক ব্যাপার! এই বুড়ো বয়েসে মেয়ে ছেলে নিয়ে কালিঘাট যেতে একটু লজ্জা হলো না! যত মাতাল এক সঙ্গে জুটেচে। ঐ এক বেটা কেলো, ঐ এক বেটা যদো, ঐ এক বেটা জগা এই তিনটে কে ত যখন তখনই দেখতে পাই। আর ওদেরই বা দোষ দোবো কি, নিজে আলগা হলেই সবদিক মাটি। উঃ! রাত্তিরে কামিনীর মুখে শুনে আমার চোখে ত আর

ঘুম এলো না। সারারাত জেগে এখন উঠে এসেম্, এখনও দেখ্‌চি আকাশে দুটো একটা তারা রয়েচে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আর এ সংসারে ত সুখ নেই, কেবল দুঃখ, শোক, বিষাদ বৈ আর কথা নেই। যত মনে করি ওদের বুঝিয়ে পড়িয়ে ভাল পথে আনি, ততই মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। খালি মদ, বেশ্যা, আর রাজ্যের কুকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। ভাল কথায় কান দেবে না, ভাল কাযে মন দেবে না, দূর হগ্যে আমি কেন এই সব দেখে শুনে বিষণ্ণ হই?—(চিন্তা করিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ পরে) যা হোগ, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেচে। একটি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া যাগ্, এখান থেকে ত আর কেউ শুন্‌তে পাবে না।—

গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

"শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তি হারা।
যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছ সবে,
তাঁর প্রতি নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা।।"

(নিদ্রা ভঙ্গে কামিনীর প্রবেশ ও
দূরে দণ্ডায়মানা।)

আরে এর মধ্যে উঠে এলে যে? আমি কোথাও ত পালাই নি। বড় হিম পড়চে একটু ঘুমোও গে যাও।

কামিনী। আমিও যে যাব।

ব্রজ। (ব্যস্ত ভাবে) কোথা?

কামিনী। কতবার করে বল্‌তে হবে? কালিঘাট।

ব্রজ। (তাচ্ছল্য করিয়া) আরে পাগল না কি? উনি আবার কালিঘাটে যাবেন, হয়েচে আর কি।

কামিনী। (অভিমান ভরে) না, তাকি আর যাবে? তা নৈলে আজই ত যেতুম্, আজ এখানে রৈনুম্ কেন?

ব্রজ। কামিনি! তুমি ছেলে মানুষ তাই আমার কথায় অবহেলা কর্‌চ। তোমাদের মন এখন অতি ছোট, তাই মহৎ বিষয় তোমাদের মনে স্থান পায় না। তোমাকে পশু´ রাত্রে যখন "সীতার বনবাস" পড়াচ্ছিলেম্, তখন তুমি সীতাকে অত ধন্যবাদ দিচ্ছেলে কেন? সেই আর সোমবারে বুঝি—সেই যখন "নবনারী" পড়াচ্ছিলেম্ তখন সাবিত্রীর কথা পড়ে অত খুসি হয়েছিলে কেন? এখন কি সব ভুলে গেলে? আমাকে পড়্‌তে পড়্‌তে কি বলে ফেলেছিলে? আমি আবার যখন জিগ্যেস্ কল্লেম্ "তুমি কি বলচ" তখন তোমার আবার কত লজ্জা

হলো, তুমি সে কথা আর হয়ে বল্লে না। তুমি কি বলেছিলে বল্‌বো?

কামিনী। হ্যাঁ—বল্‌বে বৈ কি, বল্‌বে না আর? তুমি যেন শুন্‌তে পেয়েছিলে?

ব্রজ। আচ্ছা শুন্‌তে পাই নি? বলি তবে?——

কামিনী। আচ্ছা আচ্ছা, তা বলে আর বল্‌তে হবে না, শুনেচ ত শুনেচ।

ব্রজ। তুমি না লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বলে উঠ্‌লে "আমিও তোমাকে ঐ রকম ভাল বাস্‌বো, আমিও তোমার কথা ঐ রকম শুন্‌বো?"

কামিনী। (লজ্জিত ভাবে) তা, আমি কি তোমার কথা শুনিনি?

ব্রজ। তা ত এই দেখ্‌চি!

কামিনী। তা—ও—একটা কথা বৈ ত নয়।

ব্রজ। তবে কি কালিঘাটে একান্তই যেতে হবে?

কামিনী। তা—বাঃ! আমি কি জানি? বাড়িতে যা বল্‌বে তাই হবে।

ব্রজ। (স্বগত) তা আমি জানি। তা নইলে আর এ বিপদে মানুষে পড়ে? (প্রকাশ্যে) আমাকে নিয়ে যাবে কি?

কামিনী। তা আমি কি জানি বাঃ!

ব্রজ। আচ্ছা কামিনি! একটা কথা জিগ্যেস করি, তোমার সেখানে গিয়ে কি সেই রক্তের ছড়াছড়ি দেখ্‌তে

সাধ হয়েছে? আগোনা. ছাগল কেটে, একবারে পিশাচের মত মত্ত হয়ে, যত বেটা মাতালেরা মহা ধুম্‌ধাম্ লাগাচ্চে, তাই কি দেখ্‌তে তোমার এত সাধ হয়েছে? তোমাদের মা-কালী কি ছাগল খায়? মোষ খায়? বলি দেওয়া কাকে বলে? এক ঈশ্বরের কাছে আপনার মনের পাপ সকলকে বলি দিতে হয়, তাকে বলে আসল বলি দেওয়া। (স্বগত) আর তোমায় ও সব কথা বল্লে কি হবে, তুমি এখনও ও সব কথার যোগ্য হও নি।

কামিনী। (ত্রাস্তভাবে) ঐ বুঝি সারী আমাকে ডাক্‌তে আস্‌চে, পালাই বাপু।

[কামিনীর প্রস্থান।

(সারীর প্রবেশ।)

সারী। দাদা বাবু! বাবা জিগেস্‌চেন্, তোমার কাপড় চোপড় পরা হয়েচে কি, কালিঘাটে যাবেন যে?

ব্রজ। বল্‌গে তোমাদের কালিঘাটে তোমরা যাও, আমার সেখানে যাবার আবশ্মক নাই।

সারী। আচ্ছা তবে ব'লি যেয়ে।

[সারীর প্রস্থান।

ব্রজ। কি গের, আমাকে আবার টানে যে!

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নফর বাবুর বৈঠকখানা)

কালি, যদু ও নফরবাবু আসীন।

কালি। কৈহে নফর বাবু! তোমার জগন্নাথ কৈ? তাকে খানিক রং করা যাগ্।

নফর। আস্‌তে বলিচি, আসেন্ এই টিকি ওড়াতে ওড়াতে। ঐ হে তোমার ঠাকুর আস্‌চে।

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

কালি। (উচ্চহাস্য করিয়া) Think of the devil and the devil is before you.

যদু। (ভূমিষ্ট হইয়া) আসুন মহাশয়! প্রণাম হই।

জগ। কল্যানমস্তু। নফর বাবু! তবে আর বেলা কেন? বেলা আট্টা বাজে।

কালি। মহাশয়ের কি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান হয়?

জগ। আজ্ঞে তা আর পাপ মুখে কেমন করে বলি? আমার জাহ্নবীকে প্রত্যহ একবার দর্শন কত্তেই হবে। এমন কি, বেলা সাতটাই হোক্, দশটাই হোক্ আর দুই প্রহরই হোক্ আমার প্রাতঃস্নানটি কত্তেই হবে। নফর বাবু! দেখুন, আজ যখন নিমতলার চৌমাতার কাছ দে আস্‌ছিলুম্, পায়ে একটা এ বড় কাম্‌ড়েছে।

কালি। কি, বিক্রমপুরের বুনো বয়াল?

জগ। নাহে না।

যদু। তবে কি দিনাজপুরের দো আঁস্‌লা দাম্‌ড়া?

জগ। উঁ হুঁ।

কালি। তবে কি বঁড়সে বেহালার বিলিতি বেরাল?

জগ। আরে বাবু ও সব নয়। কি জ্বালাতনেই পড়লুম্! (পদ চুল্‌কান)

যদু। তবে কি বেনেটোলার বয়াটে বালক?

জগ। আরে না না—নফর বাবু! আমি চল্লেম্ আমায় এত ঠাট্টা!

নফর। আচ্ছা, আচ্ছা আমি ওঁদের বারণ কচ্চি—ওহে!—

যদু। বারণ কর্‌বে কি?—(নফরের সম্মুখে হস্ত নাড়িয়া সঙ্গীত স্বরে) "সে বারণ নিবারণ অঙ্কুশ না মানে"।

নফর। ওহে ভাই! তোম্‌রা একটু থাম না।

কালি। আচ্ছা আমি আর একটি কথা বল্‌ব, তোমার দিব্বি, একটি, আর না। ওঁকে কোন কোঁদল্‌কারিণী কাঁচুলিকসা কামিনী কাম্‌ড়েচে। তার আর কোন ভুল নেই। (সকলের হাস্য)।

জগ। (অতিশয় বিরক্তভাবে) আরে ভাল জ্বালায় পড়্‌লেম্! আজ কি অশুভক্ষণেই বেরুয়িচি। আমি যাই—(গমনোদ্যত)

নফর। (নামাবলি ধরিয়া) আচ্ছা আপ্‌নি আমায় মাপ করুন, ওঁরা আর কিছু বল্‌বেন না।

জগ। আচ্ছা আমি একবার নিচে থেকে আস্‌চি।

নফর। যাবেন্ না মহাশয়! আমরা এখনিই বেরোব।

জগ। আজ্ঞে না।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

নফর। কেন আর বুড় ব্রাহ্মণের সঙ্গে—

কালি। আরে তুমি যে বোঝো না; ও বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড যদি আমাদের সঙ্গে কালিঘাটে যায়, তা হলেই ত একে বারে মাটি। টিকি ওয়ালাদের সঙ্গে আমি নেই বাবা!

যদু। আরে ঠিক্ বলেচ বাবা!

কালি। যা বলো আর যা কও কালিঘাটটা ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেক্‌চে।

নফর। আরে আগে চলোত। তার পর সেখানে গিয়ে জম্‌কান যাবে। We three are a multitude.

কালি। তবে আর বিলম্ব কেন? একবার ধোঁয়া যাত্রাটা করে কালি বলে বেরিয়ে পড়ো। শুভস্য শীঘ্রং।

যদু। থাক্ আর কাজ নেই।

কালি। নফর বাবু! তোমার জগন্নাথ বোধ হয় সরেচে।—

নফর। ঐ নাও তোমার জগন্নাথকে নাও। ওকি সরবার ছেলে বাবা?

(জগন্নাথের পুনঃ প্রবেশ।)

জগ। মহাশয়! গাড়ি প্রস্তুত, আসুন।

কালি। মহাশয়! আমাদের বেয়াদ্বিটে মাপ কর্বেন; আমরা দুটো একটা কথা টথা বল্লে চট্বেন্ না।

যদু। চট্বার যো কি বাবা! তুমি জান এখান থেকে কুমরটুলি বড় বেশী দূর হবে না?

নফর। আঃ যদুবাবু! যদুবাবু! For my sake, a truce to your never-failing wit. তবে আর কি মহাশয়েরা সব আসুন, আর বিলম্বে কাজ নাই?

জগ। হাঁ চলুন্। মিচি মিচি বেলা কর্বার আবশ্যক কি? (স্বগত) আজ আমারই মুস্কিল, যে দুই অবতার সঙ্গে চলেচেন্।

[সকলের প্রস্থান।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। (স্বগত) শ্রাদ্ধটা গড়াবে ভাল। বেটারা আবার আমাকে টান্তে চায়। কি আপদ, ওঁরা সবাই মদে গড়াগড়ি দেবেন আর আমি শালা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকি। ওর চেয়ে দুদণ্ড ইনোসেণ্ট প্লেজর কল্লে কাজ দেখে। যা হোক মেয়েরা সব গেল তাইতে আমার ভয় হচ্চে। তাদের সাম্লায় কে? এখন কামিনী আমার ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচি শুধু কামিনী কেন—আমার মার মঙ্গলও ত আমায় দেখ্তে হয়, কেন না—যদিও তিনি আমার গর্ভ-ধারিণী নন্, বাবার পরিবারও ত বটেন্।—

(নারাণের প্রবেশ।)

নারা। আপনাকে আপনার বৈটুকখানায় দেখ্‌তে পান্নুনি তাই এখানে এনু।

ব্রজ। (মৃদুস্বরে) সেটার কি হলো?

নারা। (মৃদুস্বরে) খানা পেকিয়িচি, নামালেই হয়। পাঁচ টাকা চাই তা নইলে—আপনাকে সাঁজকালে সব বল্‌বো এখন। এখন সেখেনে একবার যাই।

ব্রজ। দেখো খুব সাবধান।

নারা। এজ্ঞে সে কি আমায় বল্‌তি হবে গা?

[নারাণের প্রস্থান।

ব্রজ। (স্বগত) এ বেটা বোধ হয় জোগাড় করেচে। আর বল্লে সরলাও একপ্রকার সম্মত হয়েচে। এখন যাই একবার অন্নদাদের বাড়ী যাই একলা বসে আর কি কর্‌বো।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

(নফর বাবুর বৈঠকখানা।)

নফর আসীন।

নফর। (আল্‌বোলায় তামাক খাইতে খাইতে) ওঃ আজ বড় গরম বোধ হচ্চে! কাল কি হেঙ্গাম! যদু টদু সব মাতাল হয়ে পড়্‌লো আমি একলা মেয়েদের নে কি সাম্‌লাতে পারি? তাও যদি আবার বেজা ছোঁড়া যেতো, তা হলেও অনেক সুবিদে হতো। ও ছোঁড়া ত ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে একবারে মাটি হয়ে গ্যাচে। যদিও সন্ধের সময়টা মেয়েগুলোকে গাড়িতে চাপালুম,তা আবার রাস্তায় এই বিপদ। রাস্তার মাঝখানে গাড়িখানা ভেঙ্গে গে কি ফাঁপরেই পড়া গেল! ভাগ্যিস্‌ সেই সাহেবটি ছেলো তাই রক্ষে। সে আবার সেই রাত্তিরে নিজের গাড়ি জুতে দেয়, তাই মেয়েগুলোকে নিয়ে বাড়ীতে আস্‌তেপাই। আস্‌তে বলিচি তাকে, বোধ হয় আস্‌বে এখনি—(নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে নাম কত্তে কত্তেই এসে পড়েচে।

(গোমিশের প্রবেশ।)

গোমি। Hallo! Babu how do you do?

নফর। (গাত্রোত্থান ও সেকহ্যাণ্ড করিয়া) O! Quite well, thank yor for your kindness. ভাগ্যিস্ তুমি ছেলে সাহেব তাই আমার ওয়াইফ্ টোয়াইফ্ সেফ্‌লি বাড়ীতে পোঁছুলো। Please take your seat.

(উভয়ের উপবেশন।)

গোমি। বাবু! আপ্‌নে আমায় আস্‌তে বলেছেলে তাই আস্‌তেছি।

নফর। আস্‌বেনা সাহেব! আস্‌বে বৈকি, তোমারই বাড়ী তোমারই ঘর। তোমার আসাতে আমি খুব গ্লাড হয়িছি।

গোমি। We are all friends now.

(কালি বাবুর প্রবেশ।)

নফর। আরে এস কালি বাবু! কেমন আছ বল।

কালি। My days are listless and my nights restless.

নফর। তুমি যে সব জান দেখ্‌চি।

কালি। Oh! I am versed in every thing, Jack of all trade, but master of none.

নফর। And very cleverly in drinking. ওহে কালি বাবু! এই সাহেবটি আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড।

কালি। O! Good morning Mister এ-এ-এ—

নফর। গোমিশ।

কালি। মিষ্টার গোমিশ।

গোমি। আপনে সকাল বেলাই পান করে?

কালি। সাহেব! চব্বিশ ঘণ্টাই স্বর্গে যাচ্চি বাবা। সকালও নেই সন্ধেও নেই।

নফর। দেখ সাহেব! এ কালিঁ বাবু খুব লেখা পড়া জানে।

গোমি। আচ্ছা হামি ওরকে কোশ্চেন্ জিগাসা করবে।

কালি। ভুশ কোশ্চেন্ জিগেস কর সাহেব! পেছপাও নই কিছুতে।

গোমি। আচ্ছা বল দেখি বাবু! What gender is egg?

(হাস্য।)

কালি। Oh! I can not say until it is batched. আমি ত আমি, আমার ঠাকুরদাদাও এ কোশ্চেনের এন্‌সার দিতে পারে কিনা সন্দ। আচ্ছা আমি তোমাকে একটা জিগ্যেস করি।

গোমি। Very well Babu!

কালি। আচ্ছা বল দেখি সাহেব! Eye sees every thing; is this correct?

গোমি। No! it should be—I see every thing.

কালি। Nonsense you are wrong.

গোমি। How Sir?

নফর। কেন কালি বাবু! সাহেব ত ঠিকই বলেচে?

গোমি। হাঁ ডেখো হামি ঠিক বলেচে।

কালি। No sir! I meant E, y, e Eye, not I by itself I. My expression is correct, you want to correct the correct, you want to paint the lily and gild the gold.

গোমি। Oh Babu! you are a punster.

কালি। আর সাহেব! আমি পানের তারেই বেঁচে আছি, নৈলে এতদিন কোন কালে শিঙ্গে ফুক্‌তুম্। তাঁর সঙ্গেই সহমরণে যেতেম্।

গোমি। যা হোক, আপনে খুব্ চটুর আছে।

কালি। কি বল্লে আমি cheat করি? নন্‌সেন্স্! তুমি যদি ফের অমন কথা বল তা হলে আমি তোমাকে ঘুষো মারব। তুমি জান আমি একজন মিলিটারি ম্যান্?

গোমি। (সকোপে উঠিয়া) ভাল কটার লোগ্ আছে না টুমি, ডেখেছ হামার ঘুষো ইউ ব্লাক্ নিগার্!

নফর। আহা! তোমরা ঝগ্‌ড়া কর কেন ছি ছি! মিষ্টার গোমিশ! যেতে দাও, এক কথা হয়ে গেছে তার আর কি হবে যেতে দাও।

কালি। (স্বগত) না বাবা! এবেটা দেখছি বড় রোকা লোক তবে ওর সঙ্গে আলাপটা করে লোয়া যাগ্। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সাহেব! আর না বাস্ কর। টোম্‌বি মিলিটারি হায় আর হাম্‌বি মিলিটারি

হ্যায়। Now good bye for the present.
(গমনোদ্যত)

নফর। কি চল্লে নাকি?

কালি। হ্যাঁ ভাই চল্লেম্ এখন।

[কালির প্রস্থান।

গোমি। এ বাবুটো বড় মাটাল আছে—মেই?

নফর। Oh! Dead drunkard. Dont take any offence Mister Gomish!

গোমি। Oh No! ও মাটাল আছে, ওর কি জ্ঞান আছে? টবে হামিও এখোন উঠ্চে মশায়।

নফর। Very well good bye!

গোমি। Oh good bye! (স্বগত) এ বাবুর জরুটা বেশ আছে, আর এক রোজ টার সঙ্গে ভাব কর্‌টে হবে।

[গোমিশের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(নফর বাবুর বাটীর শতদ্বার।)

ব্রজেন্দ্র দণ্ডায়মান।

ব্রজ। তাইত, নারাণের যে এখনও দেখা নেই, বেলা পাঁচটা বাজে যে।—

(নারাণের প্রবেশ।)

ব্রজ। তুই যে আজও গিচিস্ কালও গিচিস্। ইদিক্‌কার খবর কি? ভাল ত?

নারা। ভাল নয় ত কি মুশয়? আচ্ছা মুশয় আমি যা বল্‌চি তা সত্যি কি মিথ্যে তা আর আমি কি বল্‌ব, আপুনি সেখেনে যেয়েই ত জান্‌তে পার্‌বেন।

ব্রজ। তা আমি আজই ত যাচ্চি। কিন্তু দেখিস্ যেন আমায় অপ্রস্তুতে পড়্‌তে হয় না।

নারা। আরে না মুশয়! আম্‌রা গোরা বেঁধে কম্মো করে থাকি। জগু ভট্‌চায্ এখন শিষ্য বারি গিয়েচেন্ তার আস্‌তে বিলম্ আছে।

ব্রজ। আর তার পরিবারের মত—

নারা। (কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে) কি মুশয়—

ব্রজ। আরে! আস্তে আস্তে। তোকে যে বলে বলে আর পাল্লেম্ না।

নারা। (মৃদুস্বরে) বলি তাকে পনের টাকা দিনু, দিতিই আর ব্যাঁতে হাঁসি ধরেনি ক। সে ত পনের টাকা এককালে কখন দেখেনি। এত টাকা হাতে পেয়ে একবারে আহ্লাদে নেত্য কত্তে লাগ্‌লো।

ব্রজ। ব্রাহ্মণের এ দোজপক্ষের স্ত্রী নয়?

নারা। আজ্ঞে এ তেজপক্ষের গো, এ বড় সুন্দরী।

ব্রজ। আচ্ছা নারাণে! বল্ দেখি এতে আমার কোন পাপ আছে কি?

নারা। আজ্ঞে পাপ কি? আপনার ঠাকুর আপনার স্ত্রীকে পেটিয়ে দিলেন কেন? এ পাপ তাঁরেই অর্শায়। আপনার কিছু পাপ নেই। আপনি ত পাটিয়ে দিতে বলেন্ নি। আপনি ত অনেক জক্করি করেছিলেন।

ব্রজ। বাবার ভারি অন্যায়—মা? আমি কত বারণ কল্লুম্ তবু শুন্‌লে না।

নারা। তা শুন্‌বেন কেন? তাঁর কপালে এ পাপ আছে কি না, তা কে খণ্ডায়? আপনি দোমনা হবেন্ নি, আপনার এতে একটুকুনও পাপ নেই।

ব্রজ। তবে তুই এখন যা। আমি সন্দে হলেই সেখানে যাচ্চি। দেখিস্ সব ঠিক্ ত?

নারা। সব ঠিক্। তবে আমি এখন চল্লেম্। আমার বক্‌সিস্‌টে ভুল্‌বেন্ না। (কিঞ্চিৎ দূর গিয়া) একটা কথা বলে যাই।

ব্রজ। কি—কি অ্যাঁ?

নারা। বলি এমন কিছু নয়। আপনার ঠাকুর এখন কোত্তা?

ব্রজ। সেই কেলো মাত্তোলের বিয়ে দিতে গিয়েচে।

নারা। সে কোতা?

ব্রজ। সে কি দেশ, আ বল্‌তে পারি নে। তা যা হোক এখন অনেক দিন আস্‌চে না।

নারা। তা বেশ হয়েছে। আমি এখন আসি তবে।

[নারাণের প্রস্থান।

ব্রজ। (স্বগত) বাবাগুয়োটা যেমন পাজি, তেম্‌নি সকল পাপের ভাগী হবে। আমার কি? গুয়োটা আমার কথা শুন্‌লে না, তাড়াতাড়ি বৌকে পাঠিয়ে দিলে। Let him feel the consequence.
যাই এখন মুখ হাত ধুই গে, সন্দে ত হয়ে এল।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

(গোমিশের প্রবেশ।)

গোমি। কৈ হ্যায়?

(ভর্ত্তুর প্রবেশ।)

ভর্ত্তু। (সেলাম করিয়া) ছিলাম্ সাব।

গোমি। আচ্ছা তোম্‌রা বাবু কাঁহা?

ভর্ত্তু। বাবু ত দো তিন রোজ বাড়ীমে নেহি হ্যায় সাব্।

গোমি। আচ্ছা বাবুকো ছেলিয়া কাঁহা ?

ভর্ত্তু। ছোটা বাবু জল উল খাতা হ্যায়, থোড়া ঘড়ি বাদ বাহার যাগা সাব্। আপ্ বৈঠিয়ে।

গোমি। নেহি আবি হাম্ যাতা হ্যায়।

[গোমিশের প্রস্থান।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। দেখো ভর্ত্তু! কৈ আয়েগা ত বোলো আজ হামারা সাত দেখা হোগা নেই। হাম্ আবি বাহার যাতা।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

ভর্ত্তু। বহুৎ খুব্।

[ভর্ত্তুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিন্দুর গৃহ)

সারী শয্যা প্রস্তুত করিতে করিতে
পাখী পড়াইতে রত।

সারী। আ মলো হতভাগা ছারপোকার জ্বালায় কি হবে গা? (পাখীর প্রতি) আরে মলো পড় না, বল্ রাধা, কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম,

হরে কৃষ্ণ হরি নাম, হরে কৃষ্ণ হরি নাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম, ভজ গুরু কৃষ্ণ, কহ গুরু কৃষ্ণ, লহ গুরু কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম, কহ সখি কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ মথুরায়, কৃষ্ণ গোধন চরায়, কৃষ্ণ পাতকী তরায়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম, চল তীর্থ কাশী, বৈকুণ্ঠবাসী, ভজ বিশ্বনাথ, কালী কল্পতরু, শিব জগতগুরু, শিব শিব, রাম রাম, পড় বাবা আত্মারাম পড়।

(ধীরে ধীরে গোমিশের প্রবেশ ও কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মান।)

গোমি। (স্বগত) আমি যে সাহেব নই, তা বোধ করি, এরা কেও জান্‌তে পার্‌বে না। (স্বীয় পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) নাঃ, ঠিক্ হয়েছে। হ্যাট্, কোট্, পাণ্টুলুন এই হলেই সব হলো। তবে কিনা, একটু রংটা ময়লা, তা আজ যে রকম করে পাউডার্ মেখিচি, তাতে আর এ রাত্তিরে আমায় বাঙ্গালী বলে চেন্‌বার যোটি নাই। আমার নাম হলো গুরু-দাস, আমি হলুম্ গোমিশ। আমার মাগ হলো নিস্তারিণী, এখন হতে গেল, মিসেস্ গোমিশ। খুব্ মজা করা গেছে যাহোক্। এখন আমাকে বিলিতি চালচুলটা রাখতে হবে। কথা বার্ত্তারও খুব সাব-ধান হয়ে চল্‌তে হবে। আর আমিও ত একজন

বিলেতের ফেরত বাবু। আচ্ছা সে সব ত হলো। বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত ঢুকে যে নিষ্ফল হয়ে যাওয়া, সিটি কিন্তু হচ্চে না। যেমন করে হোক্ কম্ম কেয়াল কত্তেই হবে। (ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে এক মাগি—মাগি নয় ছুঁড়ি বিছানা পাতচে। তা ওরই হাতে দু পাঁচ টাকা গুঁজে দিলেই ত মনোরথ সিদ্ধি হতে পারে। ঐ যে মাগি এই দিগেই আস্‌চে (সাহেবের মত দণ্ডায়মান)।

সারী। (গোমিশকে দেখিয়া সচকিতে) ওমা এ কে গো!—

গোমি। ও কি? টুমি হামারকে চিন্‌টে পার্‌লে না!

সারী। আমলো রে! এ পোড়া আবার বাড়ীর ভেতরে এল কোথা থেকে! আমলো ছুঁস্ কেন? বাবু কদিন বাড়ী নেই। আবার দাদাবাবুও কোথা বেরিয়ে গেল। কি এমন মেচেস্‌টকি কাজে গেলেন যে, তার ও ঠিক নেই। এ আবার এক ভাল আপদে পড়লুম্ যে গা।

গোমি। (সারীর অঞ্চল ধরিয়া) আরে ছুঁড়ি! শোন্‌না—

সারী। ওমা—সাহেব আমাকে কি করে গো! ও ভক্ত!—

গোমি। এই চেঁচাবি টৌ, হাম্ মার্‌বে। এই ডেক্‌ছিস্ হামার হাটে ছড়ি রয়েচে।

সারী। আচ্ছা কি বল্‌বে বলনা বাপু?

গোমি। হামি সেই কালিঘাটের সাহেব আছি।

সারী। তা আমাকে ছেড়ে দাওনা সাহেব! তোমার পায়

পড়ি সাহেব—তোমার গু খাই সাহেব—তুমি আমার বাপ, মা, হেঁই সাহেব—তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় বেগোত্তা কৰ্ব্বি।

গোমি। আরে রওনা, টোকে আমি একটা কঠা বল্বে।

সারী। তা কি, বলনা ঝট্‌করে। (স্বগত) আবার এই রাত্তিরে চান কত্তি হবে, এ পোড়ার মুখ আবার মদ খেয়েছে, মুখদে যেন মড়া পচা গন্দো বেরোচ্চে, থু। (প্রকাশ্যে) আর আমি দাঁড়াতে পারিনে সাহেব! আমার জল তিষ্টা পেয়েচে।

গোমি। হামি টোকে রূপি ডেবে, টা হলে টোর টিট্টা যাবে। টুই বেশ ডাসী আছিস্।

সারী। রূপী কি সাহেব?

গোমি। টাকা, টাকা। টুমি বুঝ্‌টে পার্‌লো না? হে-হে-হে (হাস্য)।

টোম্‌কো একঠো কামবি কর্‌টে হোবে।

সারী। ওমা—কামবাই কি সাহেব!

গোমি। আরে কাজ, কাজ, (টাকা বাহির করিয়া) এই ডেকো কেমোন টাকা আছে।

সারী। আমাকে দাওনা সাহেব!

গোমি। আগে কাম কর।

সারী। আচ্ছা বল কি কর্‌বো? আমার রাত হয়।

গোমি। আচ্ছা এই পাঁচ রূপী নে। আর ডেপ্ বাবুর যে জরু আছে—

সারী। ওমা—অক কি সাহেব! ও সব আবার কি কতা?
ও যে আমি বাপের জন্মেও শুনিনি।

গোমি। আরে মাগ, মাগ।

সারী। কে, আমাদের গিন্নি মা?—

গোমি। হাঁ, হামি টার সঙ্গে আলাপ কর্‌টে চাই।

সারী। ওমা—ও কি কথা গো! তুমি ত ভাল নোক নও
সাহেব!

গোমি। আরে টুই কত রুপী চাস্ বল্‌না?

সারী। (স্বগত) টাকা গুলো ত আগে নোয়া যাগ্, তার
পর যা হয় হবে। (প্রকাশ্যে) তা গিন্নি মাকে
কি বল্‌ব বল না?

গোমি। এই নে আউর পাঁচ রুপী নে। টাকে এই কঠা
বল্‌বে, যে সেই কালিঘাটের সাহেব টোমারকে
আলাপ কর্‌টে চায়, অনেক রুপী ডেবে।

সারী। (স্বগত) এ যে ভারি বিষম কথা। এ কথা কেমন
করে তাঁকে বলি যেয়ে?—

গোমি। টুমি যদি ঠিক কর্‌টে পারিস্, হামি টোরকে আউর
ডশ রুপী ডেবে।

সারী। আচ্ছা সাহেব বলে দেখ্‌বো। তবে আমি এখন
যাই। আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব। আবার কেউ
দেখ্‌তে পাবে, দেখে মনে কর্‌বে কি বল?—

গোমি। আচ্ছা যা।

[সারীর দ্রুতবেগে প্রস্থান।

গোমি। (স্বগত) এ মাগী দেখচি টাকা পেয়েই গলে গ্যাচে, তা দেখি, কি হয়ে ওঠে। এখন যাওয়া যাগ আবার বাবুর ছেলে, আমাকে দেখ্‌তে পাবে। ভাল এখনতো বায়না দেওয়া হলো।

[গোমিশের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়? কোন্ হ্যায়? এই শালা চোট্টা আদ্‌মি, শালা ভাগা হ্যায়!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্তিকার দাওয়া)

সরলা আসীনা।

সর। (স্বগত) কিছুইত ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্চিনে। এ যে কাজে হাত দিয়িচি, এটা কি ভাল? আর ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, এ বুড় ভিকিরী বামনের হাতে পড়ে কি আমার সোণার যৌবনটা বৃথা কেটে যাবে? না পাই খেতে, না পাই শুতে, না পাই পর্ত্তে, এ রকম করে আর কত দিন বেঁচে

থাক্‌ব? এ রকম করে বাঁচা, না বাঁচা দুই সমান। ভাল, মুখপোড়া যেন গরিব, তা দেখ্‌তেও কোন্ ভাল হলো? তাঁর যে রূপের ছটা, বর্ণ কটা, গেঁটা-গোঁটা, নাদাপেটা, ফাটা চটা, কোটোরচখো ধেব্‌ড়ামুখো, থ্যাব্‌ড়ানেকো,—তাঁর রূপ বর্ণনা কত্তে গেলে আহ্লাদে পুঁতুল মনে পড়ে, চারচৌক সমান, কোন দিকে একটু উঁচু নীচু নেই। আচ্ছা যেন ধন নেই, রূপ নেই, তা যাও দুই এক টাকা নিয়ে আসে, তাও বা আমাকে দেয় কই? কাজের বেলা কেমন, আর কাজ ফুরোলেই টেরের আঙ্গুল দেখায়। ও যে কিসে ভাল, তাত আমি ভেবে ঠিক কত্তে পারিনে। কথায় বলে—

রূপে, গুণে, ধনে, মানে কিসেই বা কমী।
বুদ্ধি যেন কলার কাঁদী, জ্ঞানে শ্রীপঞ্চমী॥

তা না হলে কি সাধে আমি কুপথগামী হচ্চি। আহা! লোকের ভালবাসা দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়, চক্ষের পাপ যায়। সেই আমার মামাত বোন যখন তার ভাতার "কালিচরণকে" নাত্তি মেরেছেল, তখন তার রাগ করা চুলোয় যাগ, আরও বল্লে "ফুল-কুমারি! অত জোরে নাত্তি মাত্তে হয়? তোমার পায়ে বোধ হয় বড় লেগেচে, না? বলতো আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দি"। ফুলি তার কথা শুনে

ঘেন্নায় অম্‌নি কেঁদে ফেলেছেল। আহা তেমন স্বামীর নাম কল্লেও পুণ্যি হয়। আমি কালিচরণের মতন স্বামী পেলে দিবা নিশি তার চরণ সেবা কত্তুম্। আর ও মুখপোড়ার কথাই বা কোন মিষ্টি? তার কথার মাধুর্য্যের কথা আর কি বল্‌বো। কথা কয় যেন কালপেঁচা ডাকে। হে পরমেশ্বর! এই মুখপোড়াকে ফাটা পায় তেল মাখিয়ে দেবার জন্যে আর পাকাচুল তোলবার জন্যে কি আমি বে করিচি? আমি বড় লোকের ঘরে পড়্‌লে কত গয়না পত্তুম, কেমন স্বামীসোহাগিনী হয়ে থাকতুম্। এ পোড়া কপালের হাতে পড়ে রেধে বেঁধে আমার জনমটা গেল, আমার সোণার রং কালি হয়ে গেল। আমার মা বল্‌তেন্ যে আমার সরলার যে একটী বর কর্‌ব, একবারে রাঙ্গা টুক্‌টুকে, আর খুব বড় মানুষ দেখে বে দোবো, তা আমাদের পোড়া জেতে কি আর সে রকম হবে? আমাদের আবার চারিটী বই ঘর নেই, ঐ চারিটী ঘরের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে, তা আর বড় মানুষই বা পাবে কোথা, আর রাঙ্গা টুক্‌টুকেই বা পাবে কোথা? ভাগ্যিস্ এ ব্রাহ্মণের মাগ্ মলো, তাই এর সঙ্গে বিয়ে হলো, নৈলে সেই ভীমরথী ওলার সঙ্গে হতো, তাকে অন্তর্জ্জলীই কত্তে আসুগ, আর যা কত্তেই আসুগ, বাবা আমাদের জাত-

রক্ষের জন্য তারই সঙ্গে বিয়ে দিতেন্, ভাগ্যিস্ সেজ খুড় এসে এই খবরটা দেয়, তাই রক্ষে। রক্ষে আর কি?—তার সঙ্গে বিয়ে হলে তখনই বিধবা হতুম, এ না হয় দু পাঁচ দিন বাদে হবো। তা শুধু খাডু গাছটী হাতে থাক্‌লেই কি সংসারের সকল সুখ হলো?— যাগ্ ও সব আর ভেবে কাজ নেই। ও সব ভাব্‌তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। সন্দে ত হয়ে গেচে অনেক ক্ষণ, কৈ এখনও যে কারুর দেখা নেই। নারাণে যে বলে গেল ব্রজেন্ বাবু এখনই আস্‌বেন, তা কৈ? (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে আস্‌চেন্—

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) আসুন্ মশাই আসুন্ (উভয়ের উপ-বেশন) আপনার অনেক রাত হলো তাই আমি ভাবছিলুম—

ব্রজ। না, এই ব্রাহ্মসমাজটায় একবার যাওয়া হয়েছিল। নামটা লেখান গেচে, তাই রবিবারে রবিবারে—

সর। আপনি কি নাম লেখান নাকি?

জ। প্রায় বটে, একবার করে যেতে হয়, তুমিও যেমন ও খালি মুখস্ত যাওয়া বৈত নয়।

র। আপনি বড় লোকের ছেলে, আর নিজেও বড় লোক

হয়ে, গরিব লোকের ঘরে যে পার ধূল দিয়েচেন্ এই আমার পরম সৌভাগ্য।

ব্রজ। তা আমারই ত আসা সম্ভব। রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন কিছু কাকোয় অন্বেষণ করে না।

সর। না, তাই বল্‌চি আজ আমার পরম সৌভাগ্য—ও মা কোথায় যাব গো! ঐ কর্ত্তা বুঝি আস্‌ছে ঐ তার গলার সাড়া পাচ্চি!—

ব্রজ। অঁ্যা! তবে আমি কোথা যাব? এখন ত পালাবার যো নেই।

সর। (ব্যস্তভাবে) আপনি ঐ মাদুরের ওপর জড়সড় হয়ে শুন্, আমি আপনাকে বালিশের মতন করে চাদর চাপা দিয়ে রাখি, খবরদার! নড়বেন্ না, তা হলেই বিপদ।

ব্রজ। আচ্ছা সেই ভাল। (ব্রজেন্দ্রের শয়ন ও সরলার ঐ রূপ করণ)

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

সর। (উঠিয়া) কিগো এর মধ্যে যে?

জগ। পথে ঢের ব্যাঘাত হলো, তাই মনে কল্লুম্ যে এ যাত্রাটা ভাল নয়। তাই পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নে আবার এই মত্তে মত্তে ফিরে এলুম্। তা নইলে কি শম্মা ফেরেন্?

সর। (স্বগত) তোমাকে আর না ফিত্তে হলেই বাঁচতুম্।

জগ। কি বল্‌চিস্?

সর। বল্‌চি এ যাত্রাটা বদ্‌লে শীগ্গির করে আবার যাও। আমাদের ত খাবার কিছুই নেই।

জগ। যাব বৈ কি, না গেলে কি এক দণ্ড চলে? আরে ছাবি! আমি আচি বলেই তাই খাচ্চিস্ পচ্চিস্, আমারও আর দেরি নেই। এই দেখ্‌না কবে ঘুত্তে ঘুত্তে পথের ধারে মরে পড়ে থাক্‌বো।

সর। (স্বগত) আঃ তা হলেই বাঁচি। (প্রকাশ্যে) আমি আগে যাই, তার পর যা হবার তাই হবে। নাও ঢের হয়েচে ন্যাকামি রাখ, এখন যাও একবার শিষ্য বাড়ি থেকে হয়ে এস।

জগ। এই যাই। (দেখিয়া) ও গুলো কি উঁচু হয়ে রয়েছে?

সর। (স্বগত) মধুসূদন! রক্ষা কর। (প্রকাশ্যে) ও কিছু নয় ও বালিশগুল।

জগ। অত বালিশ ত আমার নেই। ও টা কি দেখি গিয়ে।

সর। (হস্ত ধরিয়া) তবে শোন আগে বলি, তার পর ওর কাছে যাবে।

জগ। তুই বল্লি "ওঁর কাছে" তবে ওটা কি মানুষ? অঁ্যা! মানুষ আমার বিছানায় এর কারণ কি? দেখ্‌তে হলো।

সর। আমরণ, আগে বলি শোনই না ছাই।

জগ। (চোখ রাঙ্গাইয়া) কি আমাকে মত্তে বল্লি!

সর। না না ওটা মুখ থেকে কেমন ধারা বেরিয়ে গেচে। তোমাকে আমি মত্তে বল্‌ব! আমার মুখ পুড়ে যাগ, আমাকে আগে নিমতলার ঘাটে রেখে এস— আর আমি কি জানি নি যে আকাশের গায় থুথু ফেল্লে আপনার গায় পড়ে?

জগ। তা কি বল্‌বি বল্। আমার কিন্তু ভারি রাগ হয়েচে (কম্পন)

সর। (প্রবোধ বাক্যে) শোন, সেই আমি যার সঙ্গে গঙ্গাজল পাত্তিয়েছিলুম, জান ত?

জগ। সেই ও পাড়ার কুলীনদের মেয়ে ত? নিধিরাম বাঁড়ু-য্যের নাত্‌নী?

সর। হ্যাঁ, সেই এয়েচে, তা দৈবি তুমি এসে পড়েচ, তাই চাদর মুড়ি দিয়ে লুকিয়েচে। ও কি তোমার সাম্‌নে বসে থাক্‌বে? এখন বুঝ্‌লে ত?

জগ। তাই বল্। তা ওকে ভাল করে জল্ টল্ খাইচিস্ ত?

সর। (অনুচ্চস্বরে) পয়সা কোথা পাব?

জগ। আচ্ছা আমি বাবুর বাড়ী থেকে আনি তবে।

সর। বাবু না বাড়ী নেই?

জগ। তবে তাঁর ছেলের কাছ থেকে আন্‌চি। ব্রজ বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে আমার উপর।

সর। আচ্ছা যাও তবে একটু শীগ্গির করে এস।

(সরলার হাঁচি।)

জগ। আঃ যাবার সময় আবার ব্যাঘাত পড়ে যে। ওরে আমার মনটা এখনও খারাপ রয়েচে একবার আমি দেখিই যাইনে ওটা কি ? (ব্রজেন্দ্রের নিকট গমন)।

সর। ও ভাই গঙ্গাজল ! তোর ভাসুর তোর কাছে শুতে চায় যে লো। একটু বাগিয়ে শোলো। (ব্রজেন্দ্রের টাকার শব্দ) ঐ শোনো মলের শব্দ কচ্চে। কি নজ্জা !—কি ঘেন্নার কথা মা !—ওমা এ কি করে গো ! এ যে একবারে নজ্জা পিত্তি রইত্ত দেখতে পাই !

জগ। বটেই ত ! না না আমি কি সত্যি সত্যিই যেতুম্ ? আমি ঠাট্টা কচ্ছিলুম্, তবে আমি টাকাটা সিকেটা যা পাই আনিগে, কেমন ?—

সর। হ্যাঁ আন্‌বে বৈ কি।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

ব্রজেন্ বাবু ! মুখপোড়া গেচে এখন বেরিয়ে আসুন্ আঃ ! হরি রক্ষে করেচেন।

ব্রজ। (বাহিরে আসিয়া) আজ্ঞ ভাই এখন আসি তবে। আর এক দিন আস্‌ব। মারাণেকে দে বলে পাঠাব যা হোক্ তোমার খুব বুদ্ধি ভাই।

সর। সে শুধু আপনার অনুগ্রহ। আচ্ছা আজকে আর আমিও থাক্‌তে বল্‌তে পারিনে আসুন তবে।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নফর বাবুর বৈঠকখানা।)

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

জগ। (স্বগত) কৈ, বাবুরা যে কেউ নেই। ব্রজবাবু বোধ করি এখনও সমাজ থেকে ফেরেন্ নি। তাঁর কাছ থেকে আজ কিছু নিয়ে যেতেই হবে, তা না হলে, আজ আর মান থাকে না। আমি বুঝ্‌তে পারিনি তখন—এ বিবাহটা করে বড় ভাল করিনি। আমার এই বৃদ্ধ বয়েস, তিনকাল গেচে এক কালে ঠেকেছে আমি বিয়ে কল্লুম্ কার জন্যে? মিচি মিচি একটা গলগ্রহ করে আমাকে নাজেহাল হতে হয়েচে। আর সেটারও কষ্ট। এখন লাভের মধ্যে এই যে, আমাকে স্বহস্তে রেঁধে খেতে হয় না। ঐ যে কে আস্‌চে—

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। (স্বগত) এই যে, ব্রাহ্মণ এইখানেই হাজির।

জগ। আস্‌তে আজ্ঞা হয় মহাশয় কল্যাণ হোক্।

ব্রজ। কেও ভট্‌চায্ মশাই যে প্রণাম হই, কতক্ষণ?

জগ। আজ আমার কপাল সুপ্রসন্ন যে—

ব্রজ। (স্বগত) তোমার না আমার?

জগ। ব্রজেন বাবু আমাকে প্রণাম করেচেন্। (হাস্য)

ব্রজ। বিলক্ষণ! আপ্‌নি হচ্চেন্ আমাদের চেয়ে বয়েসে বড়, তা আপনাকে প্রণাম কত্তে হান্ কি আছে?

জগ। ওঃ বয়েসে বড় বলেই প্রণামটা করা হলো, ব্রাহ্মণ বলে নয়?

ব্রজ। ব্রাহ্মণ কি আচে ভট্‌চায্‌মশায়? ব্রাহ্মণ কাকে বলে?

" জাতমাত্রে ভবেৎ শূদ্রঃ,
সংস্কারেণ ভবেদ্দ্বিজঃ।
বেদপাঠে ভবেদ্বিপ্রঃ,
ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ "

তা মহাশয়ের বেদই বা কতদূর পড়া আছে, আর সেই পরব্রহ্মের বিষয়ই বা কতদূর জানা হয়েচে?—খালি পৈতে হলে কি হবে?—তবে এত রাত্রে খবর কি?

জগ। আপনারা হলেন নব্যদল, আপনাদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠি কৈ বলুন। বল্‌চি কি, খবর ভাল, তবে আমার পরিবারের একটা সম্পর্কের ভগ্নীএসেচেন্—

ব্রজ। (অস্পষ্ট স্বরে) সে ত আমি।

জগ। আজ্ঞে কি বল্‌চেন্?

ব্রজ। না বলি, ভেঙে চুরেই বলুন, ব্যাপারখানা কি?

জগ। ব্যাপারখানা—কিছু চাই আর কি। কারণ তাকে একটু ভাল করে জল টল খাওয়াতে হবে কি না। আমরা ঘরে খুদ সেদ্ধোই খাই, আর ছাই ভস্মই খাই।

ব্রজ। (স্বগত) মন্দ কি, আমার টাকা নিয়ে আমাকেই খাওয়াবে (প্রকাশ্যে) তা আপনার কত হলে এখন হয়?

জগ। আজ্ঞে টাকাটাক্ হলেই ভাল হয়।

ব্রজ। টাকাও আমার পকেটে আছে বোধ হয় (টাকা বাহির করিয়া) এই নেন্, (স্বগত) এ টাকা তোমার তাঁকে দিতুম্, না হয় তোমাকেই দিলুম্।

জগ। আপনার একটী পুত্র সন্তান হোক্ আর কি আশীর্ব্বাদ করব।

ব্রজ। (স্বগত) কিন্তু বাপ বল্‌বে তোমার। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমরা একদিন প্রসাদ টুসাদ পাব না?

জগ। বিলক্ষণ! গেলেই পাবেন। আচ্ছা আমার ওখানে কাল আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। এখন তারাও দু বোনেতে আছে, অনেক রকম পাকাদি কর্‌বে। যাবেন অতি অবিশ্যি।

ব্রজ। সেকি, যাবনা ত কি! আপনার বাড়ী আমার বাড়ী কি ভিন্ন ঠাওরালেন্ নাকি? তবে মশায়ের পরিবার রাঁধেন্ কেমন্?

জগ। সে কালই জান্‌তে পার্‌বেন্ তবে আসি এখন বস্‌তে আজ্ঞা হয়। কারণ আমি গেলে তারা আবার আহারাদি কর্‌বে। তবে ঐ কথা রৈল।

ব্রজ। আচ্ছা। আসুন্ তবে প্রণাম হই।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

নারাণে বেটা যা বলেছেল তা ঠিক্। আহা সরলার কি রূপ! অতি চমৎকার দেখ্‌তে। সরলা অমন, আর এ বেটার ত ঐ শ্রী। তা ঠিক যেন বানরের হাতে মুক্তর মালা পড়েছে আর কি। যেন তেন প্রকারেণ আমাকে ঐ মুক্তরমালা ছড়াটি হরণ কত্তেই হবে। Any how I must have that gem. (নেপথ্যে দেখিয়া) এই গোমিশ বেটা আস্‌চে, ওকে নে একটু রং করা যাগ্।

(গোমিশের প্রবেশ।)

গোমি। Good evening young Babu!

ব্রজ। Good evening old Saheb! (স্বগত) এ বেটা যে বড় ঘনিষ্ট হয়েচে এর মানে কি?

গোমি। Babu coming from church?

ব্রজ। Yes from Brammo church. সাহেব! টুমি গান টান জান?

গোমি। হাঁ হামি জানে।

ব্রজ। আচ্ছা একটা গাও দেখি।

গোমি। সে রোজ একটা যাট্রাওয়ালার সাৎ ডেকা হলো টার কাছে এই গানটা শিখ্‌লো—

ভ্রমরা বি উলো মধু বি খালে।
পৌঁদে নেতি বি মেরে তেড়িয়ে বি দেলে॥

ব্রজ। বাহা বা! বহুৎ আচ্ছা! বেশ গান। এ গান কোন যাত্রাওয়ালার ঠেঁই শিখেচ সাহেব?

গোমি। ঐ যে হামার মনে আস্‌টেচে না—আচ্ছা বল ডেকি টোম্‌রা পাখী পড়ায় কি বলে।

ব্রজ। কেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে।

গোমি। হয়েচে। আচ্ছা বোলো ত টোমাডের কৃষ্ণর জরুকে নাম কি আছে।

ব্রজ। কেন—রাধিকে।

গোমি। হাঁ হাঁ রাটাকৃষ্ণ—আউর ইয়াদ্‌ নেই।

ব্রজ। আচ্ছা সাহেব তুমি বই টই পড়ে থাক।

গোমি। হাঁ হাঁ হয়েচে হয়েচে রাটাকৃষ্ণ বৈ—ই—ই—ই—

ব্রজ। ওকি সাহেব তুমি রাগিণী ধল্লে নাকি?

গোমি। হাঁ হাঁ ঠিক হয়েচে। By you I have got it. I have caught the right sow by the ear. রাটাকৃষ্ণ বৈরাগিণী।

ব্রজ। গিনী নয় সাহেব। রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী।

গোমি। Yes babu! that's it. ওরকে পাশ হাম এই গান শিখেচে।

(সারীর প্রবেশ।)

সারী। দাদা বাবু! একবার বাড়ীর মধ্যি উঠে এস ডাক্‌ছেন। (স্বগত) ও বাবা! সায়েপ যে হাজির, যাই পালাই মা। আমি থাক্‌লে আবার সেই রকম পেড়াপিড়ি করবে।

ব্রজ। সাহেব! তবে এখন আমি বাড়ীর ভিতর যাবে, রাট হয়েছে গুড্ নাইট।

গোমি। টবে হামিও বাড়ী যাবে, গুড্ নাইট।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সরলার গৃহ।)

সরলা আসীনা।

গীত।

সর। রাগিণী বারোঁয়া, তাল ঠুংরী।

"আরে পরবশ মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন॥
ছিছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পরে হবে পরে, সদা জ্বালাতন।
যে জন পরের লাগি, হয় সদা অনুরাগী,
হতে হয় দুঃখভাগী, যাবত জীবন॥
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়ে কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন।"

(বৃক্ষান্তরালে জগন্নাথের প্রবেশ ।)

জগ। (অন্তরালে থাকিয়া) বা লো হাবি, গান শিখ্‌লি কোত্থেকে ?

সর। (লজ্জিতভাবে) বলি এই দিকেই এস না, কোথা গিয়েছিলে ? আবার আড়াল থেকে টং করা হয়। কথায় বলে·——

"কত সাধ যায় রে চিতে ।
মলের আগায় চুট্‌কি দিতে ।।"

জগ। (নিকটে আসিয়া) একবারেই চান্‌ টান্‌ করে এলুম্‌ আবার এস, আবার যাও, কে করে বাবা ? একে এই বুড় বয়েস।

সর। তা বেশ করেচ।

জগ। তাইত আমার এমনি পোড়া অদেষ্ট যে——

সর। (স্বগত) কৈ পুড়ে যায় কৈ ? তা হলেই বাঁচি।

জগ। তোর সেই তাঁর নামটী কি ভাল ?

সর। কেন ?——তার নাম দেখন্‌ হাঁসি।

জগ। আহা বেশ নামটী।

সর। কেন আমার নাম্‌টী বুঝি খারাপ্‌? (অভিমানে) যাও ঢের হয়েচে আর নয়। (অধোবদন)

জগ। (সরলার চিবুক ধরিয়া) না না তুমি আমার প্রাণের সরলা, তোমার নাম যত মিষ্টি লাগে তত কি আর কারুর নাম লাগে ? সরলা—সরলা—আহা এমন নাম কি আর হবে !

সর। আচ্ছা, আমার কষ্ট হলে কি তোমার গায় লাগে?

জগ। লাগে না?—তোমার কষ্ট দেখে আমি একবারে আঁৎকে উঠি। মনে নেই? সেই যখন বারুণীতে গঙ্গাস্নান কত্তে গিয়ে তোমার পায়ে কাঁটা ফুটে যায়, কিছুতেই বেরুল না, তখন আমি দাঁত্ত করে তুলে দিই, মনে পড়ে?

সর। না তাই বল্‌চি, তা কি বল্‌ছেলে বলনা।

জগ। বল্‌ছিলুম্ আমার এমনি পোড়া অদেষ্ট যে আমাকে গরিব দেখে তোমার গঙ্গাজল আপনিই লজ্জায় চলে গেলেন্ একটী দিনও খেলেন না রইলেন না।

সর। থাক্‌লে কোথা শুত?

জগ। কেন তোমাতে আর তাঁতে আমার বিছানায় শুতে, আর আমি আঁদাড়ে পাঁদাড়ে যেখানে হোক্ এক যায়গায় পড়ে থাক্‌তুম্।

সর। তা কি হয়ে থাকে?—(চিন্তা)

জগ। কি ভাবচ?

সর। ভাব্‌চি যে এক দিন আমার গঙ্গাজলকে আপনি গিয়ে নিয়ে আস্‌বো!

জগ। হ্যাঁ বেশ বলেচ। তা কবে যাবে?

সর। যে দিন সুবিদে হবে। কৈ—বেলা দুপুর হতে যায় যে, তোমার বেজেন্ বাবু কৈ? এখনও এলেন্ না যে। রান্না বান্না গুলো যে নষ্ট হতে লাগ্‌লো গা।

জগ। এই তিনি এলেন্ বলে। হ্যাঁ তাও ত বটে, বেলা ঢের হয়েচে।

সর। তা একটু এগিয়ে দেখ্‌বে কি?

জগ। তবে যুক্‌লি আমি একবার নামাবলিখানা গায় দিয়ে বেরুই। এরই মধ্যে তিনি যদি এসে পড়েন্ তা হলে, তুমি রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িও আর তিনি আমার বিছানার ওপরে বসবেন এখন।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

সর। (স্বগত) আঃ এবুড়োর আবার কায়দা কারণ দেখেচ? এদিকে নেই ওদিক্ আছে। যাগ্ আজত বেশ ভাল করে রেঁদিচি, দেখি তিনি খেয়ে কি বলেন্। ওঃ বড্ড মনে পড়েচে। তাঁর দুধের সঙ্গে সেই জিনিস্‌টা দিতে হবে, সেটা আর কোন্ কালের জন্যে? সেটা মনে করেছিলুম্ যে, যদি মনের মতন স্বামী হয় তা হলে তাকে খাইয়ে আমার পাদকজল খাওয়াব। তা ত এ পোড়া কপালে যুট্‌ল না। এ বুড়োকে আর খাইয়ে কি হবে? একে না খাইয়েও এম্‌নি করিচি যে, আমি উঠ্‌তে বল্লে উঠে, আর শুতে বল্লে শোয়। তা হবে নাই বা কেন? ওর বয়েস্ হলো আটেশন্নি আর আমি হলুম্ ষোল বছরের গিন্নী, আবার তৃতীয় পক্ষের মাগ কেমন সুন্দরী। আমি আবার সুন্দরী নই? বোধ হয় আমি বেজেন্ বাবুর মেগের কন্তে

বেশী সুন্দরী। আজ আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্চে না, ভাল আর এক দিন ফিকির করা যাবে। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে বুড়ো, বাবুকে সঙ্গে করে নে আস্‌চে। তবে আমি ঐ দিকে যাই।

[সরলার প্রস্থান।

(জগন্নাথ ও ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। আজ ভোরে একবার বালিতে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে আস্‌বার সময় ফাৰ্ষ্ট ট্রেন্‌টা মিস্ হয়ে গেল, তাই আস্‌তে বড় লেট্ হলো। তা না হলে আরও আর্‌লি আস্‌তে পাত্তেম্।

জগ। ব্রজ বাবু! আপনার কথা আপনিই বুঝ্‌লেন, আমিত ইঞ্জিরি পড়িনি হে-হে-হে (হাস্য)

ব্রজ। কেন? আমি ত সবই বাংলা বল্লুম্ কেবল দুটো একটা ইংরিজি বলিচি বৈত নয়?

জগ। ঐ দুটো একটা যে বুক্‌নি দেন্, ঐতেই যে আমাদের চক্ষুস্থির।

ব্রজ। তা যা হোক্ ওটা আমাদের হ্যাবিট্——মর্ অভ্যাস্ হয়ে গেচে। তা আপনাদের সঙ্গে এখন থেকে সাবধান হয়ে কথা কব। আমি বল্‌ছিলুম্ যে কলের গাড়ি পেলুম্ না, গাড়ি চলে গিয়েছিল, তাই আস্‌তে দেরি হয়ে গেল।

জগ। বটে? আচ্ছা আপনি বসুন, আমি দেখি সব প্রস্তুত হলো কি না।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

ব্রজ। (স্বগত) আজও কোন সুবিধে দেখ্‌চি নে। ভাল আজ তার হাতের রান্নাটা খেয়ে যাই।

(জগন্নাথের পুনঃ প্রবেশ।)

জগ। তবে আসুন্ সব প্রস্তুত, ঐ পাকশালার সামনের ঐ দাওয়াতে খাবেন্—ওহো রসুন্, রসুন্, আমি একটা কথা বলে আসি।

[জগন্নাথের পুনঃ প্রস্থান।

ব্রজ। (স্বগত) আজ সরলাকে একবার দেখ্‌তেই হবে। অমন রূপ লাবণ্য সে দিন সন্ধ্যার সময় ভাল করে দেখা হয় নি। আজ দিনের বেলা আস্‌তে পেয়েছি, আজ এ সুবিধেটা হারাই কেন? আজ দেখ্‌তে হবে আমার কামিনী ভাল, কি এ ভাল। কামিনীই আমার চোখে ভাল হওয়া উচিত। কি করি সে আমার হয়েও যে, আমার এখন থাক্‌চে না। যা হোক এখন সরলাকে দেখি কেমন করে? হয়েচে, আমি প্রণামি দোবো কি না, তা ব্রাহ্মণকে বলা যাবে যে মশায়! একবার দেখা কত্তে হচ্চে কারণ প্রণামিটে দিয়ে যেতে হবে। তা হলেই ব্রাহ্মণ শশব্যস্ত হয়ে, টাকার লোভে ব্রাহ্মণীকে আমার সাম্‌নে ধরে দেবে।

(জগন্নাথের পুনঃ প্রবেশ।)

জগ। মশায়! আসুন্ সব প্রস্তুত।

ব্রজ। চলুন্ আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হলো।

জগ। না কষ্ট আর কি—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নফর বাবুর বৈঠকখানা।)

(রতনের প্রবেশ।)

রত। (স্বগত) তাই ত আমাদের বাবু এত দিন বিদেশে রইলেন এতে আর কর্ম্ম কাজ চলে কি রকমে? আমি একলা আর ক দিক সামলাব। বেজেন বাবু ত কিছুতেই নেই, আর শুন্‌তে পাচ্চি যে ওঁর চরিত্র-টাও এখন মন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনি পাপ কর্‌বেন্ উনিই ভুগ্‌বেন্ আমাদের কোন কথার আবশ্যক নেই। আর বল্‌তুম্ যদি উনি অবোধ হতেন্। তা উনি ত অবোধ নন্। ইন্‌ট্রেন্‌সো পাস্, বুদ্ধিমান, এমন কি দুই এক খানা কেতাবও লিখেছেন, আর তাতে কবিতাশক্তিও বেশ প্রকাশ পেয়েছে।

এমন জ্ঞানবান হয়েও কুপথগামী হবেন, তা আর কি কর্‌ব? আবার তাও বলি ওঁরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারিনে, আমাদের কর্ত্তা বাবুরও অনেকটা দোষ আছে। ভাল সে যাক—এ ফিরিঙ্গি বেটা প্রত্যহ যে আনাগোনা করে এটাও ত বড় ভাল বুঝিনি, তা আমি কি কর্‌ব? বাবু পাঁইতাল যাবার সময় আমাকে বলে গেচেন যে সাহেব এলে পর খুব খাতির টাতির কর, তা সাহেব যে ভেতরে ভেতরে কি খাদ্‌রি খুড়্‌চেন্ তার ত কিছু ঠিক নেই। ব্রজেন বাবু ত বাড়ীর ভেতরের খবর কিছুই নেন্ না। আহা তাঁর মাতার কাল হওয়া অবধি আর কর্ত্তার পুনরায় বিবাহ করা অবধি তিনি যেন কেমন এক রকমই হয়ে গেচেন্। আমরা ত বাবুর সঙ্গে অনেক যুজে ছিলুম্, যে বাবু! এ বয়েসে আর বিবাহ কর্‌বেন্ না, আবশ্যক কি? এমন সোণার চাঁদ ছেলে রয়েচে, ওঁরই বিবাহ দিন, দিয়ে স্বচ্ছন্দে বৌ বেটা নিয়ে ঘর্-কন্না করুন্। তাতে বাবু হেঁসে বল্লেন্ কি, আরে সরকার! বোঝনা, আর কিছু হোক্ না হোক্, পানটা জলটাও ত দেবে। তা গিন্নি এই বারেই কুলে জল দেবেন তার আর চিন্তা নেই। কর্ত্তার ঠাকুর থাক্‌তে কেমন সুখের সংসার ছিল, আমরাও ত আজকের লোক নই। তা এই বোধ হয়, পতনের পূর্ব্বলক্ষণ—(দূরে অবলোকন করিয়া)

কে ওটা ? ডাকের পেয়াদা না ? বোধ হয় পাঁইতাল থেকেই পত্তর আস্‌চে।

(পেয়াদার প্রবেশ ও পত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান।)

(পত্র পাঠ করিয়া) ইস্ ! বাবুর আবার সেতা উৎকট বিয়ারাম, তাই ত, তবে বোধ হয়‚ আরও কিছু দিন আসা হচ্চে না। আর আমাকে এক বোতল পোর্ট নিয়ে যেতে বলেচেন্। কি পোর্টের নাম লিখে দিয়েচেন ? (পত্র দেখিয়া) কি—রেসন্‌সেন— না রবার্ট্‌সন্‌পোর্ট। আমাকে পত্রপাঠমাত্রেই আস্‌তে বলেচেন্। আমি গেলেই ত প্রমাদ দেখ্‌চি। যাই এটা একবার বাড়ীর ভেতরে পড়ে শোনাই গে। তার পর লক্ষ্মীপুজটা করে আজ রাত্তিরেই রওনা হব।

[রতনের প্রস্থান।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। (স্বগত) নারাণে যা বলে গেল তাতে করে সরলাকে খুব বুদ্ধিমতী বল্‌তে হবে। গঙ্গাজলকে আন্‌বার ছলে আমাকেই নিয়ে যাবে। আর বুড়বেটাকে সে রাত্তিরে বাড়ী থেকে তাড়াবে। বুড়কে বল্‌বে “তোমার রান্নাঘরে শুলে অসুখ কর্‌বে, তা তুমি কেন বাবুদের বাড়ী গিয়ে কর্ত্তাবাবুর বৈঠকখানায় শোওনা”, তা বেটা বোধ হয় এই বৈঠকখানায়

কাল শোবে। যা হোক কাল একটু আমাকে ফিট্‌-ফাট্‌ হয়ে যেতে হবে। আর তার কাছে দুই একটা ভাল কবিতাও বল্‌তে হবে। আর জগন্নাথের কাছেও শুনিছি যে সরলাও বেশ কবিতা রচনা কত্তে পারে। তা বেশ হবে এখন। এখন আজ-কের রাতটা কেটে গেলে বাঁচি। হুঁ ভাল মনে পড়েচে, এ সাহেব বেটার ত ভাল গতিক দেখ্‌চিনে, বেটা কোন রকম গোলযোগ বাদিয়েচে, কি বাদা-বার যোগাড়ে আছে। একদিন একটু কোন অঙ্কুশ পেলে হয়, তা হলেই বেটাকে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দিতে হবে। আমি বেটাকে প্রথম দেখেই চিনিচি। যাই এখন একটু বাগানটায় বেড়াই গে—

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

(রতনের পুনঃ প্রবেশ।)

রত। (স্বগত) কৈ—পত্র শুনে গিন্নি ত বড় দুঃখিত হলেন্ না, যেন কিছু খুসি খুসি বোধ হলো। কি হলো? এর ভাব ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যা হোক ফিরিঙ্গি বেটাই মজা লুট্‌চে। যাক্‌ বাপু আমাদের কোন কথা কয়ে কায নাই। বড় ঘরের বড় কথা, কি জানি। পাপ কর্‌বে যারা ভুগে মর্‌বে তারা। আমাদের পরমেশ্বর চোক দিয়েছেন তাই দেখ্‌ব এই মাত্র, তার পর, যে আগুণ খাবে সে আংরা হাগ্‌বে,

তা আমাদের কি? যাই এখন একবার রান্নাঘরে ভাত হলো কি না দেখি। আবার এই রাত্তিরে ত বেরুতে হবে। দু চারটে টাকাও সঙ্গে রাখ্‌তে হবে। কি জানি যদি কিছু বিপদ ঘটে, টাকাটা সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

(সারীর প্রবেশ।)

সারী। কৈ গো সঙ্কার মশায়! তুমি এখেনে? আর আমি সাত মুড় ছিষ্টি চাক্‌লা খুঁজে খুঁজে হাল্লাক হনু। বলি ভাত হয়েচে যে, তোমার জন্যে যে আমরা কেউ খেতে পাচ্চিনে, শীগ্‌গি করে এস।

রত। কৈ এখনও ত রাত হয়নি।

সারী। ওমা রাত হয়নি কি গো! কোন্ কালে ছঘড়ি পড়ে গেচে যে, আর কত রাত পর্য্যন্ত তোমার জন্যে বামুনদিদি হেঁসেল নে বস্ থাক্‌বে? আমাকে আবার এই অন্ধকারকে বাঁসায় যেতি হবে।

রত। আচ্ছা চল যাচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিন্দুর গৃহ।)

(বিন্দু ও সারীর প্রবেশ।)

বিন্দু। কৈলো? এখনও যে আস্‌চে না, রাত প্রায় দশটা বাজে যে।

সারী। আস্‌বে বৈকি। কাল সাড়ে বার গণ্ডা টাকা দিয়ে গেচে। তা সে কি টাকাগুল অম্‌নি ছেড়ে দে যাবে? তার সুদ আদায় কর্ব্বে না? তেমন ছেলে নয়, তা আমি বাইরে গিয়ে দেখ্‌ব একবার?

বিন্দু। হ্যাঁ যা, সে এলে পরে তুই সঙ্গে করে আন্‌বি।

[সারীর প্রস্থান।

বিন্দু। (স্বগত) আজ ত ডাকের চিঠী এল, কর্ত্তার ভারি বিয়ারাম, এখন আর শীগ্গির আস্‌তে হবে না। আর রতনটাও আজ চলে গেচে। তা বেশ হয়েচে। বেজা ছোঁড়াও প্রায় বাড়ীতে থাকে না। এসব সুবিদে ওপরওয়ালা না করে দিলে কি হয়? যা হোক্ ও সাহেবের ঠেঁই আর কিছু নিয়ে শেষে কোন রকম করে তাড়িয়ে দোবো। এখন দুদিকই চল্‌বে। মন্দ কি? কিন্তু এটা কেও জান্‌তে পাল্লেই

সর্ব্বনাশ। তা কে আর জান্‌বে? এখন বৌমাটা-কেও আর কিছু দিন আন্‌ব না। তা হলেই সব ঠিক্ হবে। কারণ, কামিনী এলেই, বেজা ছোঁড়া রাত দিন বাড়ীতে থাক্‌বে। তা হলেই পের্‌মাদ্। আমার আবার ডান্ চোকটা নাচে কেন? এ আবার কি পোড়া! তা ডাম্ চোক্ নাচ্‌লেই যে কোন ব্যাঘাত হয়, তার কোন মানে নেই কারণ, আমার বেশ মনে আছে, আমার মেজ খুড়ি আমাকে একদিন বলেছেল যে, "দেখ্ বিন্দু! আমার আজ ডান চোকটা নাচ্চে তা বোধ হয় কোন অনিষ্ট হবে", ওমা! তার খানিকবাদেই ব্যথা হলো, হলে পরেতেই এক সোণার চাঁদ ছেলে বিউল। এতে তার আর ব্যাঘাত কি হলো? বরং ভালই হলো।—ঐ যে সাহেবকে নে সারী আস্‌চে।—

(গোমিশের প্রবেশ।)

সারী। এই নাও তোমার সাহেবকে নাও।

গোমি। বিবি! আজ্ আস্‌তে থোড়া রাত হয়েছে তা কিছু মনে কর্‌বে না। এই তোমার জন্যে কেমন ফুলের তোড়া এনেচে দেখ দেখি। এ হামি আপনার হাতে বেনিয়ে এনেচে।

বিন্দু। হ্যাঁ বেশ তোড়া। আচ্ছা সাহেব! তুমি যে এত দিন আস্‌চ, তা তোমার বৌ কিছু বলে না, যে এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় থাকে?—

গোমি। না সে কিছু বলে না। সে যে জান্‌তে পারে না।
একটা লাচঘর আছে জানো?—

সারী। সেই মা, আমরা কালিঘাট যেতে দেখে এইচি—

গোমি। হা—তা তারই একজন ম্যানেজারের সাৎ হামার জরুর বড় দস্তি আছে।—

বিন্দু। (স্বগত) তোমার সঙ্গে আমার যেমন আলাপ আছে, সেই রকম্ নাকি?

গোমি। তাই সেই আদ্‌মী রোজ রাত বেলা হামার জরুকে অমনি লাচ দেখাতে লিয়ে যায়। সে লাচ দেখে বারটার সময় ফিরে আসে। তার আগে হামি এখানে থেকে গিয়ে শুয়ে থাকে, হামারকে সে বক্‌বে কি? হামি আরও তাকে বকে যে, এৎনা রাত হুয়া কাহে?—

বিন্দু। ওঃ তুমি এমন তর সাহেব! আচ্ছা তোমার ত বৌএর ওপর খুব বিশ্বাস?

গোমি। তা হামার জরু অমন গিয়ে থাকে—বিবি! আমি আজ একটা নতুন গান বেঁদেচে।

বিন্দু। কি গান বলনা।

গোমি। বল্‌চি—

"পেরেম কি অমূল্য রটন—"

বিন্দু। ওঃ! ওগান ত অনেক দিনের পুরণ, আমরাও জানি।

গোমি। (স্বগত) তবে আর নতুন গান কৈ?—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা এটা?—"মদন আগুন দ্বিগুণ হলো—"

সারী। —“কি গুণ কল্যে ঐ বিদেশী—”

বিন্দু। “ইচ্ছে হয় গো উহার করে প্রাণ সঁপি গে হইগে দাসী।”

গোমি। তাইত তোমরা যে সব জ্ঞান দেখ্‌চি?—

নেপথ্যে। মা—মা!—

বিন্দু। ঐ গো! বেজ আস্‌চে সাহেব! শীগ্‌গির করে খাটের নিচে লুকোও। নড়ো চড়ো না।

(গোমিশের তথা করণ)

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। শীগ্‌গির করে একবার কানেস্তারার চাবিটে দাও দেখি, আমার দরকার আছে—

বিন্দু। এই নাও—তবে আজ রাত্তিরে তোমার কাছেই রেখো—

ব্রজ। আচ্ছা।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

গোমি। (খাটের নিম্ন হইতে বাহির হইয়া) বিবি! তবে আচ্ছা যাই। আবার কাল আস্‌বে।

বিন্দু। কেন সাহেব! ভয় কি?

গোমি। নাঃ ভয় কি! আমার আজ একটু অসুখ আছে।

বিন্দু। আচ্ছা তবে আজ এস।

গোমি। গুডনাইট। ভাল রাত্তির।

[গোমিশের প্রস্থান।

সারী। ভাল রাত্তির কাল হয়ে গেল যে সাএপ্! মা! চল্ আমরা দেখিগে বেজেন্ বাবু কি বের করে নিচ্চে।

বিন্দু। হ্যাঁ চল্ দেখ্‌তে হবে, কি আবার নিয়ে যাচ্চে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সরলার গৃহ)

সরলা ও জগন্নাথ আসীন।

সর। তবে তুমি এইবারে বাবুর বাড়ী যাও, তুমি না গেলে আমার গঙ্গাজলত আর হেথা আস্‌বে না—এই তার আস্‌বার সময় হয়েচে। (নেপথ্যে দেখিয়া) উঃ! উদিগটাতে কি মেঘ তুলেচে দেখেচ! এখনি আবার বৃষ্টি টিষ্টি আস্‌বে, এই বেলা যাও।—

জগ। (স্বগত) একবার তাকে দেখ্‌তে পেলুম্ না, কি রকম গঙ্গাজল—(প্রকাশ্যে) এই যাই রাতও হয়েচে বটে, তবে তুমি তাকে ভাল করে খাইও দাইও।

সর। তা মনের সাধে খাওয়াব, সে আর তোমাকে বল্‌তে হবে না।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

সর। (স্বগত) তোমাকে যা কখন খাওয়াইনি, তাও তাঁকে খাওয়াব। তাঁকে এই অধরামৃত পান করাব। ঈষৎ

হাস্য করিয়া) কি আপদ একি স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ! না বল্‌তে মুখে বাদে—পিতা তনয়া সম্বন্ধ! না যা হতে পারে, দাদা নাৎনি সম্বন্ধ! আঃ! এ মুখপোড়া যাওয়াতে যেন পাপ বিদেয় হলো। হাড়ে বাতাস লাগ্‌ল। এখন একবার আমার প্রাণের গঙ্গাজলকে পেলেই বত্তাই। গঙ্গাজল এসে আমায় স্পর্শ কল্লেই আমার দেহ পবিত্র হয়, পাপ থাক্‌লে কি গঙ্গা পাওয়া যায়? তা এখন ত পাপ বিদেয় হলো তবু কেন গঙ্গাজল আস্‌চেন না? যদি না আসেন আজ তবে ত এই রাত্রেই—না এত শীগ্‌গির!—হ্যাঁ এত শীগ্‌গিরই আমার গঙ্গালাভ হবে। তিনি যদিও আসেন তা হলেও বা গঙ্গালাভের আটক কি? এ যে কাজ তাতে ত প্রাণ হাতে করেই থাক্‌তে হয়। (অল্প অল্প রোদন) কোথায় বাবা! তুমি এখন কোথায়? তোমার যে এত আদরের মেয়ে আমি, একটা বুড় বাতুলের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে এখন কি নিশ্চিন্ত হয়ে আছ? আমি তখন শিশু ছিলাম, কিছুই বুঝ্‌তে পাত্তেম্ না, তুমি জ্ঞানী হয়ে কি বলে এই বালিকার মাথায় এই বজ্র ঝুলিয়ে রেখেছিলে? তুমি কি জান্‌তে না যে, দুই এক বছর পরে এই বজ্র আমার মাথায় পড়বে? (ছুরিকা বাহির করিয়া) এই যে ইনিই ত সকল পাপ বিনাশ কত্তে পারে। (কপট হাস্য করিয়া) বাঃ! প্রদীপের

আলোতে ইনি কেমন চক্ চক্ কচ্চেন্ বাঃ ! একবার এমনি করে বুকে বসিয়ে দিতে পাল্লেই হলো, তা হলেই আর এ মুখ কথা কইতে পারবে না, এ চক্ষু পর পুরুষকে দেখতে পাবে না, এই হস্ত আর কোন কুকর্ম্ম কত্তে পারবে না, আর এই মনও কোন কুচিন্তা কত্তে পারবে না—সকলই নিঃস্পন্দ হবে। কিন্তু এখন নয়, আগে মনের বাসনা পূর্ণ করি। আগে পাপ চারপো হোক্। (রোদন)

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

সর। (অতি শীঘ্র চক্ষুজল মার্জ্জন করিয়া) আসুন মশাই আসুন। (আসন প্রদান)

ব্রজ। থাক্ থাক্ তোমাকে আর অত কষ্ট কত্তে হবে না, বিনা অভ্যর্থনাতেই যথেষ্ট আদর প্রকাশ হতেছে। কৈ তোমার গঙ্গাজল কৈ ? যদি বল আমি, তা হলে তুমিও আমার গঙ্গাজল, আর আমিও তোমার গঙ্গাজল।

সর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আচ্ছা আপনি কি আমায় ভাল বাসেন ?

ব্রজ। প্রাণের সরলা—উঁহুঁ প্রাণের গঙ্গাজল—আর কি বলে ডাকলে তোমাকে ভাল বাসা হয় ?—

সর। না, আপনি আমাকে শুধু সরলা বলে ডাকলেই আমার মনে ভাল লাগে।

ব্রজ। আচ্ছা তাই বলেই ডাক্‌ব। সরলা! কি বল্যে আমি তোমায় ভাল বাসিনে? দেখ মহাদেব গঙ্গাকে যেমন জটার মধ্যে রেখেছিল,তেমনি আমি তোমায় আমার হৃদয় মধ্যে রাখ্‌ব। গঙ্গা আবার বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তোমাকে আর বেরোতে দোবো না, হৃদয়ের ভিতরে চাবি দিয়ে রেখে দোবো।——

সর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অভাগিনীর উপর এত অনুগ্রহ!

ব্রজ। আমার না তোমার?

সর। তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল?

ব্রজ। হাঁ, দেখ্‌লেম্‌ ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ী যাচ্চে, আর আমি অম্‌নি পাশ কাটিয়ে চলে এলেম্‌, আর যে মেঘ করেচে——

সর। আপ্‌নাকে দেখ্‌তে পান্‌নি বোধ হয়?——

ব্রজ। নাঃ, দেখ্‌বার যো কি?—হাঁ ভাল মনে,—তুমি না বেশ কবিতা রচনা কত্তে পার?

সর। আমি না আপ্‌নি? আমি আপ্‌নার "কবিতা-লহরী" পড়িচি। তা এখন ধত্তে গেলে "কবিতা-লহরী" আমারই রচিত, কারণ, আমি আর আপ্‌নি একই।

ব্রজ। আচ্ছা, এস দেখি তবে দুজনে বসন্ত বর্ণনা করি, কার জিত কার হার হয়।

সর। আমারই হার হবে।

ব্রজ। না আমার হার হবে।

সর। তবে কি আপ্‌নি আমার হার হবেন্ না?

ব্রজ। ওঃ তাই বল, তুমি যে খুব রসিকা দেখ্‌চি। তুমি কথা খুব জান। এতে তোমাকে পারবার যো নাই।

সর। (স্বগত) কিসেই বা আমাকে পার? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আসুন বসন্ত বর্ণনা করি।——

ব্রজ। তুমি আগে আরম্ভ কর——

সর। সে কি মশাই! এ কেমন ধারা কথা হলো! আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা কি কিছু আগে আরম্ভ কত্তে পারি? জানেন ত "বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না"

ব্রজ। আচ্ছা তবে আমিই আরম্ভ করি কিন্তু তোমাকেও বল্‌তে হবে। (হাস্য)

সর। আচ্ছা, যদি আমার যোগায়।

ব্রজ। "শীত ফুরোল, দুখ পালাল, এল সুখের মধু।

সর। "মলয় বায়ে যায় চলিয়ে, যত কুলের বধূ॥

কিন্তু মশায়! আমার একটু বিলম্ব হবে যেতে——

ব্রজ। আঃ তা হোক——

"নদীর তীরে, ধারে ধারে, কমল ফুটেচে।

সর। "ফুলে ফুলে, দলে দলে, ভ্রমর যুটেচে॥

ব্রজ। "দেখ্‌লো ধনি, বিধুবদনি, প্রেমের চতুর খেলা।

সর। "বস্‌লো অলি, কমল কলি, কাঁপলো কমলবালা॥

ব্রজ। "অম্‌নি জোরে ডানার ভরে উড়লো চতুর অলি।

সর। "ধীরে ধীরে স্বচ্ছ নীরে থাম্‌লো কমল কলি॥

ব্রজ। "অম্‌নি এসে, ভ্রমর বসে, অম্‌নি কমল কাঁপে।

সর। "বেগে অম্‌নি, ছেড়ে নলিনী, অলিন প্রমাদ মাপে॥

ব্রজ। "বঞ্জু বনে, বধূ সনে, কোকিল করে গান।

সর। "দূর নিঝ্‌রে, ধীরে ধীরে, দিচ্চে যেন তান॥

ব্রজ। "হেরে মধু, কোক-বধূ, কাঁদে বিকল মন।

সর। "নদীর পারে, পুলিন ধারে, হচ্চে বিচেতন॥

ব্রজ। "হেন কালে, বহে চলে, জোরে মলয় বায়।

সর। "জোরে উড়ে, এলো ধারে, চক্রবাক তায়॥

ব্রজ। "প্রিয় সঙ্গে, এলো রঙ্গে, মৃগ-বধূ তীরে।

সর। "স্বচ্ছ নীরে, নয়ন হেরে, নিন্দে নলিনীরে॥

ব্রজ। কাঁপলো দল, উঠল জল, পাতার পাশে তার।

সর। "রাশি রাশি, মুক্তা আসি, খেলে চপল হার"॥

ব্রজ। বাঃ! তোমার ত বেশ রচনা শক্তি আছে!—

সর। আর আপনার বুঝি কিছু নাই?

ব্রজ। আচ্ছা এস এটা শেষ করে দিই।
"বিকেল বেলায়, বিমল শোভায়, গেল সুখের মধু।

সর। "বিষাদিনীর, বিরহিনীর, মনের দুখে শুধু,—
সখি! মনের দুখে শুধু"॥

ব্রজ। যা হোক্ তোমার রচনাশক্তিটা খুব্ প্রশংসনীয়।

সর। সকলই আপনার অনুগ্রহ—আজ লেখা পড়া শেখবার শ্রম সার্থক হলো (স্বগত) হীরেতেই হীরে কাটে।

ব্রজ। তোমার জন্যে কেমন কর্ণফুল এনেছি দেখেচ? এসে পরিয়ে দি। (কর্ণে কর্ণফুল পরাইয়া দেওন)

সর। (স্বগত) একি! এঁর হাত আমার গায়ে স্পর্শ হবা মাত্রে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌লো যে! ইনি আমার এ ভাব জান্‌তে পেরে বোধ হয় মনে মনে হাঁস্‌চেন।

ব্রজ। তোমাকে কর্ণফুল পরিয়ে দিয়ে যে কিছু বেশী শোভা হলো, তা নয়। তোমার গায়ে কত শত বিকসিত পদ্মফুল রয়েছে।

সর। তা আপনি ত বল্‌বেন্‌ই। আপনি আজ ব্রাহ্ম-সভায় যান নি?——

ব্রজ। ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদে তোমাকেই ধ্যান করি, এ না হয় মুর্ত্তিমতী দেবীকে ফুল দিয়ে পুজ করচি।

সর। (স্বগত) আহা! এমন স্বামী যেন স্ত্রীলোকে জন্ম জন্ম পায়।

ব্রজ। কেমন সরলা! এটা ভাল নয়?

সর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনার যেমন অভিরুচি— আপনার আহারাদির যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিচি তা আপনাকে একবার উঠ্‌তে হবে।

ব্রজ। আর সে সব থাক্। আমিত আহারাদি করে এসিচি।

সর। (ব্রজেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া) না তা হবে না, আমার এ কথাটা আপনাকে রাখতেই হবে।

ব্রজ। আচ্ছা তোমার কথা আমার শিরোধার্য্য।

সর। তবে এই দিকে আসুন্।

ব্রজ। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সরলার গৃহের সম্মুখবর্ত্তী পথ)

(ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত)

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

জগ। (স্বগত) একি হলো! একি দৈববাণী হলো, না আমি স্বপ্ন দেখলেম্? আমার কানে কানে ঠিক যেন কে বলে দিলে যে "জগন্নাথ! দেখগে তোমার কুটীরে সর্ব্বনাশ উপস্থিত সরলাই এর মূল"। এ শুনে কি আমি আর সেথা ঘুমতে পারি?—আমাকে কাজেকাজেই উঠে আস্‌তে হলো। প্রথমে মনে হলো যেন আমার ঘরে চুরি ডাকাতি হচ্চে। কিন্তু যখন—"সরলাই এর মূল"—এই কথাটা মনে হয় তখন আর চুরি ডাকাতি কেমন করে বলি? আর আমার ঘরে আছেই বা কি? আর নেই বা কি?—সরলাই যে এক অমূল্য নিধি, সে নিধি চুরি

কর্ত্তে অনেক চোরই আস্‌তে পারে। আচ্ছা ভাল, "সরলাই এর মূল" এরই বা অর্থ কি? সরলা কি কুচরিত্রা হবে?—বাইরে ত বোধ হয় না। কিন্তু ভেতরে যে ওর মনে কি আছে, তা ওই জানে আর যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন। আমাকে বাইরে ত খুব স্নেহ ভক্তি করে, যেমন বাপকে—বিষ্ণু!—স্বামীকে কর্ত্তে হয়। কিন্তু লোকে বলে "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ"। তা সরলা কেন কুচরিত্রা হবে? আমিত তাকে ভাল বাস্‌তে ত্রুটি করিনে। এমন কি, তার মন রক্ষের জন্যে আমার চণ্ডীর পুথি খান বেচে তাকে "কামিনীকুমার" কিনে দিয়েছি। অন্য বারে যা হোক পূজার সময়টা গোলে হরিবোল দিয়ে চণ্ডী পাঠটা কত্তেম, এবার দেখ্‌চি তাও কপালে হবেনা। আর বাকি যা সেকেলে ঠাকুর-দাদার আমলের পুথি গুলো আছে তাও কবে আবার বেচ্‌তে বলে দেখ। সে গুল থাকলে আর কিছু হোক্ না হোক্ কাঠের সুসরটাও ত হতে পারে। (কপালে করাঘাত করিয়া) হায়রে সরলা! তোর জন্যে এই বুড় পাগল! তোর বাপ তোর নাম "সরলা" রেখেছিল কেন? তুইত সরলা কখনই নোস্।

(প্রবল ঝটিকার সহিত বৃষ্টিপাত)

এঃ! আবার বৃষ্টি এলো যে কি করি তাইত! (নামা-

বলির দ্বারা মস্তক আবরণ) এ যে বিষম সঙ্কটে পড়লেম—(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত) উঃ আবার এই সময় বজ্রাঘাত! কি ভয়ানক রাত্তির! তা আমার মাতায় কোন্ একটা বাজ পড়ে, তা হলে যে সকল ভাবনাই চুকে যায়। আমি বুড় বয়েসে কোথা হরিনাম কর্‌ব, তা না হয়ে কিনা, ঐ সরলা কার সঙ্গে কথা কচ্চে—ঐ সরলা কাদের বাড়ী বেড়াতে গেল—ঐ সরলা কার পানে চাইলে— এই তদারক কত্তে কত্তেই হ্যাপাতে আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল। (বেগে বৃষ্টিপতন) এই রে চেপে এল! আর পারিনে এখন কি করি? যদি তার সেই গঙ্গাজল এসে থাকে তা হলে আমি হটাৎ ঘরে ঢুক্‌লে পরে সে মনে কর্‌বে কি? বল্‌বে বুড় পাগল হয়েচে। আর বোধ হয়—বোধ হয় কেন—সে ঠিকই এসেচে। তা নইলে সরলা কি একলা ঘরে শুনচে? ওর কি এত সাহস হবে? না—তা হবে না—কারণ আমি একদিন রাত্তিরে ওকে রান্নাঘরের ঝাঁপ বন্দ করে আস্‌তে বলি, তাতে সে বলেছিল "বাঃ আমি বুঝি এই রাত্তিরে একলা ঝাঁপ বন্দ করে আস্‌ব? তোমার কি একটু বিবেচনা নেই?" এঃ কি দুর্য্যোগ! ভিজে মলেম যে। আমি যে উভয় সঙ্কটে পড়্‌লেম্ দেখচি। দোর ঠেলতেও পারিনে আর না ঠেলেও আর দাঁড়াতে পারিনে। তবে

দোর ঠেল্‌ব কি?—না—কিন্তু এরকম করে আর কাঁহাতক ভিজব? একে কেশো রোগী। দেখি জানলাতে কান পেতে ওরা দুজনে কি কথা বার্ত্তা কচ্চে। (জানলায় কর্ণ পাতিয়া সচকিতে) ইস্! একি আমার স্বপ্ন সত্য হলো নাকি!! এ ঘরে তামাক খায় কে? এত ভাল লক্ষণ নয়। ঘরের প্রদীপটাও নিবে গেচে যে, তা নইলে দেখ্‌তুম্ কে তামাক খায়। যদি ওর গঙ্গাজল এসে থাকে, তা সে কি তামাক খাবে? তা কখনই হতে পারে না (বেগে বৃষ্টিপতন ও এক একটী শিলাপতন) আরে মলো আবার শিল পড়ে যে, কি বিপদ! এ দুর্য্যোগ কি আমার জন্যেই নাকি? মনে বড় সন্দেহ হচ্চে। আর না, ডাকা যাগ্—(প্রকাশ্যে)। ওরে একবার শীগ্গির দর্‌জা খোল্ আমি ভিজে মলেম্।—

নেপথ্যে। কেন—আবার ফিরে এলে কেন এত বৃষ্টিতে, কি দর—কার—আঁ্যা—?

জগ। আঃ কি আপদ খোলই না ছাই, তার পর জিগেস করিস্ কি দ-র-কা-র-আঁ্যা—মাতায় শিল পড়ে মাতা ফুট হয়ে গেল, একে নেড়া মাতা। আমলো এখনও সাড়া শব্দ নেই—তুই দরজা খুল্লিনে? আচ্ছা (দরজায় পদাঘাত) ওরে আস্‌চিস্ কি? আরে গেল উত্তর নেই যে! (সকোপে দরজায় পদাঘাত ও দ্বার খুলিয়া সরলার গৃহ দৃশ্যমান) শীগ্গির পিদিম জ্বাল,

আমার দরকার আছে। (সরলার প্রদীপ জ্বালা) এ ঘরে তামাক খাচ্ছেল কে? ঠিক্ করে বল্।

সর। (স্বগত) এখন কি করি? আপন মৃত্যুর পথ চিন্তা করি। আর কেন? এ জীবন ত অপবিত্র হলো, এ জীবনে আর কায কি?

জগ। তুই বল্লিনে? রস্ তবে আমি খুঁজে দেখি— (প্রদীপ লইয়া অন্বেষণ)

সর। (স্বগত) কিন্তু মর্‌বার আগে এ বুড়কে কিছু শিক্ষা দিতে হবে। আমি মলে যেন আবার না বিবাহ করে।

জগ। কোথায় লুকোবে তুমি? (শুনিয়া) ঐ যে কে কাশ্‌লে! (ব্রজেন্দ্রের স্ত্রীবেশে পলায়ন) ঐরে ঐরে পালাল রে! ধর্ ধর্ ও পাহারাওয়ালা! পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো, হামারা হাবেলিমে চুরি এবং ধরম্‌নাশ কিয়া হ্যায়, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ওটাকে যেন মেয়েমানুষের মত দেখলুম যে, ঘোম্‌টা দিয়ে পালাল, কিন্তু যেন দাড়ি দেখতে পেলুম্। না ও পুরুষই বটে। (সরলার প্রতি) ও কে বল্ শীগ্‌গির করে হারামজাদী! তা নইলে আজ তুই আচিস্ আর আমি আছি।

সর। (সদর্পে দণ্ডায়মানা হইয়া) উনি আমার প্রাণেশ্বর—

জগ। (সকোপে) মুখ ছোট কর্ হারামজাদী!—আমার

সঙ্গে চোপা! আমার সঙ্গে সমান উত্তর! তুই কি আমার যোগ্য?

সর। (সদর্পে) মূর্খ! যদি তোমার সে জ্ঞান আছে, তবে তুমি আমায় বিবাহ করেছিলে কেন?

জগ। (সকোপে) ফের্! চুপ্ করে থাক্ বল্‌চি—

সর। (সদর্পে) সে তোমায় বলে দিতে হবে না, এই মুহূর্ত্তেই জন্মের মতন চুপ কর্‌ব। (শয্যার নিম্ন হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) এই দেখ—

জগ। (ছুরিকা দেখিয়া সভয়ে) অ্যাঁ একি! ও বাবা! এ ছুরি কোথা পেলি? আমাকে খুন কর্‌বি না কি! পালাই বাবা! (পলাইতে পলাইতে উচ্চৈঃস্বরে) ওরে তোর মনে কি এই ছিল রে!—(বেগে বাহিরে পলায়ন)

সর। (ছুরিকা উত্তোলন করিয়া) আর না—ওরে পাপ-হৃদয়! এইবার তুমি বিদীর্ণ হও। হে ভগবান্! জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে আমার মতি থাকে। আর যেন কোন জন্মে অধর্ম্ম পথে আমার মন না যায়। আমি মহাপাতকী আমি বিশ্বাসঘাতকী। পাপিনী হয়ে আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই, তাই নাথ! এই বালিকা বয়েসে এই অসময়ে আমি প্রাণ ত্যাগ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কিন্তু নাথ! এই করো—যেন পুনরায় আমার নারীজন্ম না হয়—

(বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া ভূমিতে পতন) আঃ! আর যাতনা সয় না—(আর্ত্তনাদ করিতে করিতে) ওরে প্রাণ! শীগ্গির বের হ—আর আমি পারিনে, আমি যে অনেক সহ্য করিচি—আর কথা কইতে পারিনে—এখন আমার কাছে যদি কেও থাক ত শোনো—আর যেন কেও বৃদ্ধ বয়েসে বালিকার পানিগ্রহণ না করে। উঃ! বড় তৃষ্ণা—আঃ—

(ক্রমে অবসন্ন ও প্রাণত্যাগ।)

(সভয়ে শনৈঃ শনৈঃ জগন্নাথের পুনঃ প্রবেশ।)

জগ। (রক্ত দেখিয়া সভয়ে) ইস্!! একি! ভয়ানক! আমি কোথা যাব! ও বাবা!—(অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধ নয়নে অচৈতন্য প্রায় অবস্থিতির পর) হায়! হায়! একি হলো, আমার সরলা কোথা গেল! (ক্রন্দন) ওরে সরলা তোর মনে কি এই ছেল! যাবি যদি ত এমনি করেই কি যেতে হয়? তুই স্বামী বলে একবার মনেও কল্লিনে, তুই কি নিষ্ঠুর! (সরলার নিকটে উপবেশন করিয়া) হায় হায় একি হলো! আর যে নিশ্বাস পড়ে না, সরলা! তুই এই যে এত কথা কচ্ছিলি, তোর মুখে যে আর কথা নেই, তোর সোণার অঙ্গ যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্চে, একবার ওট, আমার সঙ্গে কথা ক। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আমি কচ্চি কি অঁ্যা? ওকে আর ছুঁই কেন? ও যে নষ্ট, পরপুরুষে আসক্ত, ও বেঁচে থেকে পাপ-

দেহ ভার বহন কর্ত্তো, তা না হয়ে প্রাণত্যাগ করে সকল পাপ চুকিয়ে দিলে। (চিন্তা করিয়া) এটা ত মলো, এখন আমি কি করি?—ঐ ছুরি গলায় দিয়ে কি ওরই সঙ্গে মরে থাকৃব? না, আত্মহত্যা মহা-পাপ। কি হবে, বৃদ্ধবয়েসে এত গ্রহও আমার কপালে ছিল। কি করি?—সকাল হলেই ত আমাকে ধরৃবে, ধরে বল্‌বে তুই মেরে ফেলিচিস্। সকাল না হতে হতেই আমি পালাই। কোথায় পালাব? কাশীতে? হাঁ তাই ভাল, কাশীতে সন্ন্যাসী হইগে। উঃ এ মেয়েটার কি সাহস! একেবারে আত্মহত্যা কল্লে, কিছুমাত্র আতঙ্ক হলো না মনে! আর স্ত্রীজাতির স্বভাবই বা কি বিচিত্র! দেবতা-রাও এদের স্বভাবের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে পারে না—ঐ যে আমাদের একটা কি আছে—"অঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরিশঙ্কনীয়া" এ যে তাই দেখচি। আর না, আর দেরি কর্‌ব না, এই সব পড়ে রইল আমি পালাই। হে ভগবান্! এত দুঃখ এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কপালেও লিখেছিলে!

(দীর্ঘনিশ্বাস)

নেপথ্যে। হেই—হেই—হেই—

জগ। (সভয়ে) ও বাবা! পাহারাওয়ালা আস্‌চে যে। তবে এই বেলা চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ছুটে যাওয়া হবে না, তা হলেই ত বেটারা সন্দ করে ধরৃবে।

হাঁ হাঁ আলোটাও নিবিয়ে যেতে হবে। (আলো নিবাইয়া দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া বাহিরে অবস্থিতি।)

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

পাহা। কি গো বামুন ঠাকুর! এত রাত্তিরে এত বিষ্টিতে আপুনি কোথা যাচ্চ মুশয় ?

জগ। আর বাপু! সে কথা আর কেন জিগ্যেস কর? পোড়া পেটের দায়ে সব কত্তে হয়। ঐ হুড়িপুকুরের ধারে ঘোষেদের—

পাহা। ও সেই সদ্গোপ বাবু ?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই তাদের ছোট কর্ত্তার বড় বৌকে একটা গোক্‌রো সাপে কাম্‌ড়েচে, তাই আমাকে খবর দে পাটিয়েছে, আমি তাকে আবার ঝাড়াতে যাচ্চি। সকালবেলা গেলে পাচে সে মরে যায় তাই বাপু! কর্ম্মভোগ করে রাতারাত্তিই যাচ্চি। তা আমি যাই বাপু তুমি দাঁড়াও—

পাহা। তা ঘরে চাবি দিয়ে যাচ্চ কেন? আপনার জরু ঘরে নাই ?

জগ। (স্বগত) এঃ এ বেটা বিপদে ফেল্লে দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) না বাবা, সে তার বাপের বাড়ী গেচে, তার ন খুড়োর মেজো বৌএর কাদা তাই তাকে নিয়ে গেচে। তবে আমি যাই—

পাহা। তার বাপের বাড়ী কোথা মুশয় ?

জগ। ঐ কি বল্লে ভাল—বেলমুড়ীর একটু দক্ষিণে। বাপু!
আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, আমি যাই।

পাহা। আচ্ছা আপনি যাও।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

(স্বগত) আজ বামনের জরুটা বাড়ী থাকলে বড়
ভাল হতো।—

[পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—

(বিন্দুর গৃহ)

বিন্দু আসীনা।

বিন্দু। (স্বগত) কর্ত্তা কি তবে ফিরে এলেন নাকি ?——

(সারীর প্রবেশ।)

(সারীর প্রতি) দেখে এলি ?—কে বল্ দেখি ?

সারী। না, ও কে একটা ব্যাগ ছাতা ঘাড়ে করে ঢুক্‌ল। ও আমাদের বাবু কেন হতে গ্যাল ?

বিন্দু। আমি কিনা জানলা থেকে দেখ্‌লুম্, তাই ভাল ঠাওরাতে পাল্লুম্ না, তাই তোকে দেখে আস্‌তে বল্লুম্। তা বেশ হয়েচে।

সারী। ও যেটা ঢুক্‌লো, আমি যে ওকে জিগ্যেস্ কল্লুম্, তুমি কে বটে ? সে বল্লে আমি টেক্‌সের বিলসরকার।

বিন্দু। তা বেশ হয়েচে যাক্। একবার চ দেখি কলঘরে যাই, ভাল করে সাবান মাকিয়ে গায়ের ময়লা টয়লা গুলো উটিয়ে দিবি। (নেপথ্যে দেখিয়া) একটু দাঁড়া নাপ্তিনী আস্‌চে বুঝি——

(নাপ্তিনীর প্রবেশ।)

নাপ। কি গো দিঠাক্রুণ! কামাবে টামাবে?

বিন্দু। (চিনিতে না পারিবার ছলে) কেরে?——

নাপ। এখন চিন্‌তে পার্‌বে কেন? বড় মানুষের মাগ্ হয়েচ। যাক্ ওসব, এখন কামাবে?——

বিন্দু। ওঃ তুই? আমি বলি আর কে বুঝি। তা তুই দাঁড়িয়ে রইলি যে? ঐ গুণটা টেনে নিয়ে বোস্ না।—

নাপ। বস্‌বো কি——আমার ঘরে ঢের কাজ, তবে তোমার গুণে একটু বসি, তোমার কথা কি ঠেল্‌তে পারি বোন্? তুমি আমাকে যে আয়ত্তি যত্ন কর। (উপবেশন)।

বিন্দু। কেন এত ব্যস্ত কেন? বাড়ীতে কি কাকোয় বসিয়ে রেখে এইচিস্?

নাপ। আমি নিজেই বসে গেচি। তা অপরকে বসাব কি?—কৈ তোমার নতুন বৌ কৈ?

বিন্দু। তার বাপের বাড়ী গেচে, আবার আস্‌বে।

নাপ। তাকে কামাতে গেলে যোড়া টাকা নোবো, হ্যাঁ এর কমে হবে না।

বিন্দু। আচ্ছা সে আসুগ্ আগে।——

নাপ। আচ্ছা আসুগ্—তুমি কামাবে ত এস।

বিন্দু। কামাব কি——তুই আল্‌তায় জল দিয়ে বড় ফিকে করে ফেলিস্, এত জল দিস্ কেন লা?

নাপ। আমার জল দেওয়া অভ্যাস বোন্! আল্তায় কি—এমন যৌবন তাতেই জল দে বসে আছি। হুঁঃ দিঠাকৃরুণ! তুমি আমার আল্তার নিন্দে কর?

আমার আল্তার গুণ জাননালো ধনি।
মনের মতন নাগর পেলে খড়ি পেতে আনি॥
যে পুরুষ থাকে সদা পরনারীর বশে।
এনে দিতে পারি তাকে নিজ নারীর পাশে॥

আমার আল্তার গুণ আর হীরে মালিনীর ফুলের গুণ দুই সমান দিঠাকৃরুণ!

বিন্দু। বাঃ! তুই খুব মেয়েমানুষ ত!

নাপ। আমি মেয়ে হয়ে কত পুরুষকে নাকানি চোপানি খাইয়ে দিতে পারি। তা কি কামাবে?

বিন্দু। কামাব বৈকি। তোর মতন নাপ্তিনী আর কোথায় পাব বল? তা যাচ্চি দাঁড়া না, তোর সেই বঁধুর গানটী একবার গা——

নাপ। সে আজ নয়, আর একদিন হবে, আজ বেলা নাই।

বিন্দু। আমার মাথা খাস্।——

নাপ। আহা ওকি দিঠাকৃরুণ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? তা গাইচি গাইচি——

রসের নাপ্তিনী আমি, সদা ভাসি রঙ্গ রসে।
যুবতীদের আল্তা পরাই,
যুবকগণকে বশ করাই,

আমার আল্‌তার খোল্‌তা দেখে,
লোভে ভ্রমর উড়ে বসে ॥

কেমন হয়েচে ত? এখন চল।

সারী। তুমি কি এমন কাজে ব্যস্ত বাপু, যে একটু বস্‌তে পার না?

নাপ। আরে আমি একলা, ঘরের সব কাজ কর্ম্ম আছে, এ সওয়ায় আবার আল্‌তা পরাণ আছে।—হ্যাঁগা ভাল মনে——তোমাদের বাবু কোথা গা?

বিন্দু। কে জানে বোন্! কোন বাবুর বিয়ে দিতে গেচেন।

সারী। কালি বাবুর।

নাপ। তা বিয়ে দিতে গেচেন কোথায়?

বিন্দু। কে জানে বাপু, কি পাঁইতাল না সাঁইতাল——সেই খানে গেচেন।

নাপ। হ্যাঁ ভাল মনে——আমার দক্ষিণেটা কবে হবে?

বিন্দু। হবে এক দিন।

নাপ। (হাস্য করিয়া) কি, দক্ষিণ পাড়ায় না গেলে বুঝি আর দক্ষিণেটা দিচ্চ না?

বিন্দু। না না এই দুই এক দিনের মধ্যেই দোবো।

নাপ। বলি এস না গো, আর বেলা নেই, সূর্য্যি যে পাটে বসে।

বিন্দু। আচ্ছা চ কলঘরের কাছে যাই, সেই খানেই কামাব। ক্ষায়া আছে ত?

নাপ। আছে বৈকি। তুমি যা চাইবে আমার কাছে তাই পাবে। এস্তুক কোঁৎকা থেকে ইষের মুল পর্য্যন্ত। নাও এখন ওঠ।

বিন্দু। চল্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ব্রজেন্দ্রের গৃহের পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান।)

ব্রজেন্দ্র চিন্তায় মগ্ন।

ব্রজ। (কিয়ৎক্ষণ পরে ঊর্দ্ধদৃষ্টে) একি! সন্ধ্যা হয় যে! মনটা দেখচি অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। এখন যেন চার দিক্ অন্ধকার দেখ্‌চি—কিছু আর ভাল লাগে না। অন্ন, জল সমস্তই বিষাক্ত বোধ হয়। নিদ্রা হলেও একটু ভাল থাকা যায়, তা আজ তিন দিবস চক্ষে ঘুম নাই। এই ফুল বাগানটীকে এত ভাল বাস্‌তেম্, এখন এখানে এসেও সুস্থির হতে পাচ্চিনে। শরীরেও বল পাইনে। সারাদিন যেন হতাশ হয়ে পড়ে আছি। কেন এমন হলেম্? সেই আমার জীবনস্বরূপা সরলা আর নাই, তাই বলে নাকি?—হাঁ তাই বটে। সে কি আমার জন্যে প্রাণত্যাগ কল্লে?—তা নয় ত কি। আমিই ত সকল সর্ব্বনাশের মূল। আহা! সরলার কি চমৎকার মুখশ্রী,

কেমন গায়ের রং! আবার এদিকে কেমন কবিতা-
শক্তি টুকু ছিল। আহা! সেই সামান্য কুটীর মধ্যে
সেই পদ্মফুলটী ফুটে ছিল, (আপন বক্ষে হস্ত দিয়া)
এই পাপিষ্ঠ, এই নরাধম সেইটীকে উৎপাটন কল্লে।
আমি কতদূর পাপেরভাগী হলেম্! যদিও আর কেউ
জান্‌চে'না যে আমিই এর মূল, কিন্তু সেই অন্তর্যামীত
জান্‌চেন। আমার বাইরে এত সম্ভ্রম, আমার কিনা
গোপনে এই কর্ম্ম! (চিন্তা করিয়া) কেন, আমি এত
ভাবি কেন? এতে আমার ত সম্পূর্ণ দোষ নাই। এ
স্ত্রীহত্যার পাপ বাবার। কারণ কিনা, সে আমার
কামিনীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে না দিলে ত আর
আমি সরলার কাছে যেতেম্ না, আর সেও এমন
করে আত্মহত্যা কত্তো না। দেখেচ গুওটা আমার
কথা না শুনে কতদূর পাপের ভাগীটা হলো। কত্তা
কত্তাত্তি ফলাতে গেচেন্, এইবার কত্তাত্তি বেরিয়ে
যাবে এখন। I have got strict principles.
আমার মতে যদি আমি চল্‌তে পারি, তা হলে কি
আর কোন রকম অন্যায় হতে পারে? পরের
মৎলবে চল্লেই এই রকম হয়ে থাকে, যদি বল আমি
সরলার কাছে গেল্লুন্ কেন? তা এতে আর মন্দটা
কি হলো? মন্দ ভাব্‌লেই মন্দ, আর ভাল ভাব্‌-
লেই ভাল, For there is nothing good or
bad, but thinking makes it so সেক্সপীয়ার বলে

গেচে, আর কেউ নয়। আহা! মা আমার কোথায় গেলেন? তিনি যদি বেঁচে থাকৃতেন, তা হলে আমি বারণ কল্লে কি তিনি আমার বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতেন? কখনই না। She was a perfect piece of virtue. তিনি যাওয়া অবধি কর্ত্তা একবারে বেলেল্লা গোচ হয়ে পড়েচে। (চিন্তা করিয়া) আহা সরলা ত সামান্য নারী ছিল না! যেমন দেখতে ছিল, তেমনি তার গুণও অনেক ছিল। Oh! that paragon of beauty! উঃ! মন আমার অত্যন্ত উচাটন হলো—

গীত।

রাগিণী পুরবী,—তাল একতালা।

এ কিহে কুসুমবান!
ধরে বান বধিছ প্রাণ কি কারণে?
উচাটন মানস মম হের না নয়নে।
বিরহে বিরস হইল জীবন,
না হেরিয়ে প্রাণধন,
নিরাশ মনে হায় কাঁদিছে পরাণ॥
সরোজিনী দুখী মনে, বিষাদিত বদনে,
নিমীলিত নয়নে,
মম মুখ চেয়ে, কাঁদিতেছে হায়,
তব শরে নাহি দেখি পরিত্রাণ॥

যাই এখন, ভাবলে কি হবে—যা হবার তা হয়েছে, এখন একবার বাড়ীর ভিতরে যাই রাত হলো।—

[ধীরে ধীরে ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিন্দুর ঘরের সম্মুখবর্ত্তী দালান)

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ,—তাল একতালা।

নেপথ্যে।——

মরি কি মোহন,
মধু আগমনে, বীজন কাননে,
গায় পিকগণে, জুড়ায় শ্রবণ ॥
ভ্রমর গুঞ্জরে, কমল উপরে,
স্বচ্ছ সরোবরে, মরাল বিহরে,
পাদপ নিকরে, নানা ফুল ধরে,
হায়রে কেমন ॥
শশধর করে, মৃগ বধূ চরে,
মলয় সঞ্চরে, কাঁপে চরাচরে,
ফুলশর শরে, জর জর করে,
বিরহী জীবন ॥

ব্রজ। (শ্রবণ করিয়া সত্রাসে) একি ভয়ানক ব্যাপার ! মার ঘরে গান গায় কে ? এ যেন তাঁর নিজের গলা। কি বিপদ ! গেরস্ত ঘরের মেয়েরা কি এমন গলা ছেড়ে গান গেয়ে থাকে ! এঃ—তাইত, সকলেই যে ক্রমে বেদাব হয়ে পড়্‌ল দেখ্‌চি। বাড়ীর কর্ত্তা জিনি তিনি রইলেন বিদেশে পড়ে, তাঁর সংসার সামলায় কে ? যদি বল আমি—আমি কোথায় লাগি। আর তিনি এখানে থেকেই বা কি দেবে রাখতে পারেন ? তিনি নিজেই আল্‌গা। আর এ বয়েসে বিবাহ কল্লেই এই রকম হয়ে থাকে। সংসার উচ্ছন্ন যাবার এই পূর্ব্ব লক্ষণ—(নেপথ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া) একি অ্যাঁ ! এ ঘরে কোন পুরুষমানুষ আছে নাকি ! হয়েছে—এখানেও সেই ব্যাপার। সে দিন যে তুমুল ব্যাপার সেখানে, আজ সেই তুমুল ব্যাপার এখানেও যে দেখতে পাই। "যেখানে, বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধে হয়" (জানালায় কর্ণ পাতিয়া সত্রাসে) আরে মলো ! এ র মধ্যে সেই গোমিশ ব্যাটার কথা শুন্‌তে পাচ্চি ! এঃ এই জন্যেই ব্যাটা এত ঘনিষ্ট হয়েছিল বটে ! (সরোষে) কি ! এ সব কাণ্ড আমার সাম্‌নে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব ? কখনই নয় যাই বেটাচ্ছেলেকে কেটেই ফেল্‌ব আজ। মরি কি মারি আজ, প্রাণ থাক্‌তে কখনই এসব দেখ্‌তে

পারব না। (উচ্চৈঃস্বরে) ঘরে কে আছ শীগ্গির দরজা খোল (স্বগত) তোমাকে মা বল্‌তে আমার ঘৃণা হচ্চে। (প্রকাশ্যে) শীগ্গির দরজা খোল আমি আর দাঁড়াতে পারিনে—

(ব্যস্তভাবে দালানে ভ্রমণ)

নেপথ্যে। কেন বাবা! এত রাত্তিরে কি দরকার বাবা? তোমার ঠেঁই ত চাবি আছে, যা দরকার হয় নাও-গেনা বাবা!—

ব্রজ। না আমার কোন জিনিস্ দরকার নাই, তুমি দোর খোল—শীগ্গির—এখনও খুল্লে না? (সরোষে দ্বারে পদাঘাত ও দ্বারোদঘাটন হইয়া বিন্দুর গৃহ দৃশ্য-মান) এ ঘরে হাঁসছেল কে? (সারীকে সম্মুখে দেখিয়া সকোপে) তুই মাগী কি কচ্চিস্ এখানে?

(বেগে সারীর পলায়ন)

বিন্দু। (কম্পিতস্বরে) বাবা! বল্‌ব কি, ও আমিই হাঁস-ছিলুম্, আমার কেমন একটা রোগ হয়েচে বাবা! যে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে হেঁসে উঠি। তা একটা দাক্তার টাক্তার ডাক বাবা! না হয় একটা কব্‌রেজ টব্‌রেজ ডাক, যে রসাসিন্ধু কি বিষ্ণুতেল ব্যবস্থা করে।

ব্রজ। হুঁ—তার পর?—

বিন্দু। সত্যি বল্‌চি বাবা!

ব্রজ। হুঁ! তা এটা বোধ হলো যেন এক বেটা মাতাল

সাহেব হাঁস্‌ছিল। তুমি ঠিক করে বল, তা নইলে ভাল হবেনা বল্‌চি (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ)

বিন্দু। ও মা একি পাগল ছেলে গা! বাবা! তোমাকে কি আমি মিছে কথা বল্‌তে পারি? তুমি আমার পেটের ছেলে বল্লেই হয়——

ব্রজ। হ্যাঁ তা হয়——

গোমি। (খাটের নিম্ন হইতে বাহির হইয়া) আরে লেড়্‌কা এৎনা রাতমে টুমি কি গোল করচে? বাবা থাম্‌না।

ব্রজ। (সরোষে) Be quiet you fool! I will knock down your brain!

গোমি। (সদর্পে) O you son of a bitch!

ব্রজ। (বেগে গোমিশকে ধরিয়া) Now who will save you? তোর কোন বাবাকে ডাক্‌বি ডাক্। বেটা বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা!

(উভয়ের মারামারি)

বিন্দু। (কপটভয়ে) ও বাবা! কোথা যাব গো! এ কে আমার খাটের নিচে লুকিয়ে ছেল! বাবা বেজ! আমি কিছু জানিনে বাবা, তুমি ও গুহোর বেটাকে মেরে——

গোমি। কি বিণ্ডু! টুমি হামারকে গালি ডিচ্চে? তোমাকে হামি আগে মেরে ফেল্‌ব (ব্রজেন্দ্রের হস্ত ছাড়াইয়া, বিন্দুকে মারিতে উদ্যত)

বিন্দু। (সভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা বেজ! রক্ষা কর বাবা! তোমার মাকে মেরে ফেলে বাবা। দেখ —

ব্রজ। (স্বগত) কাঁদ তুমি, তোমার কান্না শোনে কে? এঃ বেটা ছোরা বার করেচে যে! বেশ করেচে, ঠিক্ করেচে, ওকে কেটে ফেলুগ্ তারপর ওকে আমি দেখচি। (ইত্যবসরে গোমিশের বিন্দুকে পুনঃ পুনঃ আঘাত ও উহাতে বিন্দুর মৃত্যু)

ব্রজ। (গোমিশের হস্তচ্যুত ছুরিকা তুলিয়া লইয়া) Now you rascal! come with me.

(ছুরিকা দ্বারা গোমিশের বক্ষে আঘাত ও গোমিশের ভূমে পতন)

গোমি। (আর্ত্তস্বরে) Am I doomed to death by a boy's hand inglorious! হা! নিস্তারিণী তুমি এখন কোথায় রৈলে?———

(ক্রমে অবসন্ন ও মৃত্যু)

ব্রজ। (স্বগত) একি! শেষ কালে কি বল্লে? হা নিস্তারিণী, এর মানে কি? ও কি তবে যথার্থ সাহেব নয়? আর সাহেব যদি হবে, তা হলে মরবার সময় নিস্তারিণী বলে ডাকবে কেন? তা হলেও হতে পারে। কারণ আজকালের ছেলেরা সাহেবিআনা খুব পছন্দ করে ও বেটা কিন্তু তা হলে বেমালুম্ কাটিয়ে গেচে! শৃগাল হয়ে অনেক দিন সিংহচর্ম্ম পরিধান করেছিল। ওকে এর জন্যে ক্রেডিট্ দেওয়া যেতে পারে। সে যা হোক্ এখন আমি কি করি? There is no other alternative but to commit suicide.

(বেগে নফরের প্রবেশ)

নফ। (ব্যাগ ফেলিয়া) বাবা! একি অঁ্যা!—

ব্রজ। এই দেখুন্ গোমিশ আপনার বেষ্ট ফ্রেণ্ড, আর এই আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—সতী—এখন ওকে মা বল্‌তে ঘৃণা হয়।

নফ। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) এ রকম্‌টা কি বাবা! (বিন্দুকে ও গোমিশকে দেখিয়া সচকিতে) ইস্!! এ যে কাটা-কুটি ব্যাপার দেখ্‌চি! এ কে কাট্‌লে অঁ্যা!

(ভয় ও বিস্ময়ের সহিত ভূমিতে উপবেশন)

ব্রজ। গোমিশ আপনার স্ত্রীকে কেটে ফেলেচে, আর আমি গোমিশকে———উঃ! আমার কি হলো, আমার মাতা ঘুর্‌চে,—আমার গা কেমন কচ্চে—আঃ——!

(ভূমি উপবেশন)

নফ। (সভয়ে) কি! তুমি কেটে ফেলেচ? বাবা কল্লি কি! এখন এর উপায়! তোমা বই যে আমার, আর কেউ নেই বাবা! (হতাশ হইয়া রোদন)

ব্রজ। সে যা হবার হবে। এখন আমার মাথা বড় ঘুর্‌চে, আমি আর বস্‌তে পাচ্চিনে, আমি চোকে অন্ধকার দেখ্‌চি——আমি আর কথা কইতে পারিনে—ও—বাবা——

(ভূমিতে শয়ন, ও ঘন ঘন নিশ্বাস পতন)

নফ। (রোদন করিতে করিতে) বাবা! তোমার আবার কি হলো বাবা! (উচ্চৈঃস্বরে) ও রতন—ও রতন

ও—এ।——(ব্রজেন্দ্রের প্রতি) চল বাবা আমরা এ বাড়ী ছেড়ে পালাই চল——

ব্রজ। আমি চারিদিক্ অন্ধকার—আমাকে ধর—আমার এই শেষ দশা——ঘুনিয়ে——আমি আর উঠ্‌তে—

(মৌন ভাবে অবস্থিতি)

নফ। (রোদন করিতে করিতে) ওরে আমার কি হলোরে—আমার বেজর কি হলোরে! ও বাবা! ও বেজ! বাবা! ওঠরে——আমার যে আর হাত পা এসে না বাবা ——আমি কদিক্ সাম্‌লাব বাবা! (কিঞ্চিৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া) কাকে ডাকি? বাইরে থেকে রতনা বেটাকে ডেকে আনি।

[নফরের শীঘ্র প্রস্থান]

ব্রজ। (স্বগত) আঃ আমার আর এ জীবনে কাজ কি? আর এই পাপদেহ বহন করে কত দিন জীবিত থাক্‌বো? চার দিক্ শূন্য—অরণ্য প্রায় দেখচি। আর এক দণ্ড বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই (ছোরা লইয়া) এই যে আমার মৃত্যুর অস্ত্র সম্মুখেই রয়েছে। (রোদন করত) আমি ত এখন চল্লেম। হায় আমার কামিনীর দশা কি হবে? হায় প্রিয়ে! এই জন্মেই কি তোমায় মাথার সিঁদুর ওঠাতে বলেছিলেম্? তোমাকে এই বালিকা বয়সে বিধবা করে—অনাথিনী করে যাব বলেই কি বিবাহ করে ছিলেম্! আঃ আর সহ্য হয় না—এমন স্বর্ণপুরী সামান্য বানর কর্ত্তৃক নষ্ট হলো!

আহা কামিনী! এত অনর্থপাত—তুমি এর বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে পাচ্ছ না। কিন্তু এই কালনিশি শেষ হলেই তুমি শ্রীভ্রষ্টা হবে। তোমায় সকলে বিধবা বল্‌বে। তুমি চন্দনতরু মনে করে যে বিষ-বৃক্ষ আশ্রয় করেছিলে তা কি তুমি জাননা? কি করি? এ দেহ যদি স্বহস্তে বিনাশ না' করি, তবেত অবমানিত হয়ে পরহস্তে প্রাণ দিতে হবে। সে আমি কেমন করে সহ্য কর্‌ব? আমি এ মুখ আর জন-সমাজে কেমন করে দেখাব? তা পার্‌ব না। এই রাত্রেই, এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ কর্‌ব, এই আমার স্থির সঙ্কল্প——(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) আর না—ঐ বাবা বোধ হয় আস্‌চে এই বেলা——(ছোরা গলায় দিয়া মৃত্যু)

নক। (ভয় ও ব্যগ্রতার সহিত) কৈ—কাকোয় যে দেখ্‌তে পেলুম্ না—রত্নাবেটা বোধ হয় বাজ্যে গেচে, বেটার আর একটু দেরি সৈল না। (ব্রজেন্দ্রকে মৃত দেখিয়া) একি! অঁ্যা! কি হলো, আমার বেজোর কি হলো! (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা বেজ! তুমি কেন এমন হলে বাবা! তুমি কি দুঃখে গলায় ছুরি দিলে বাবা! (নিকটে উপবেশন করিয়া) দেখি একবার নাকে হাত দিয়ে——একি! নিশ্বাস নেই যে! (বক্ষে করাঘাত করিয়া) হায় রে আমার কি হলো, আমার বেজো কোথায় গেল, বাবা তোমায়

এত করে মানুষ কল্লেম্, তুমি যে আমার ডানহাত বাবা! বাবা! তোমার কি এই বিবেচনা হলো বাবা, যে বুড় বাপকে একবার জিগ্যেস কল্লে না, অমনি কোথায় পালিয়ে গেলে? দয়া মায়া সব ভুলে গেলে? তুমি যে এই অন্ধের নয়ন, তুমি যে এই দুর্ব্বলের বল ছেলে বাবা! আমার এত বিয়ারাম হলো আমি কেন আগে গেলেম্ না? তা হলে ত আর এ সব আমায় দেখ্‌তে হয় না রে বাবা! ওরে প্রাণ! তুই আর কার তরে রয়েচিস্, তুই শীগ্যির বেরো আমি আর বেঁচে থেকে কি কর্‌বো?—(কিঞ্চিৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া) আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল। আমি এই বয়সে বিবাহ করে কত দূর পাপের ভাগী হলেম্ (ক্রোধ ও ক্ষিপ্রতার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া ও বিন্দুর মৃত দেহে পদাঘাত করিয়া) রে পাপিয়সি! রে দুশ্চারিণি! তোর মনে কি এই ছিল? তোকে কি আমার কুলে কালি দেবার জন্যে বিবাহ করে-ছিলেম? তুই শপথ করে বল্ আমি তোকে ভাল বাস্‌তে ক্রটী করেছিলাম্ কি না। হায় হায়! কি অধর্ম্মভোগ! এই বৃদ্ধ বয়সে একটা ভ্রষ্টাকে এত দিন এত প্রকারে স্নেহ মমতা করেছি! তোকে পরম সতী বলে আমার জ্ঞান ছিল। এখন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর্, একটা ম্লেচ্ছর হাতে প্রাণ দিয়ে নরকগামী হ। এই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

(কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া) এখন সংসার আর অরণ্য আমার পক্ষে দুই সমান বোধ হচ্চে। কি আশ্চর্য্য যে আমার একমাত্র পুত্র, সে আমাকে এই ঘোর বিপদে ফেলে পলায়ন কল্লে! যে ভার্য্যাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেম্ সেও আমার কাছে শঠতা প্রকাশ কল্লে! আর আমার বেঁচে সুখ কি? আর এই দেহ ভার কেন বৃথা বহন করি? আর যেন আমার মত কেও বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ না করে। বৃদ্ধ বয়সে যুবতী ভার্য্যা—এখন আমার বেশ বোধ হচ্চে—আর বোধ হচ্চে কেন—সত্য সত্যই অসতী—সত্য সত্যই দুশ্চারিণী হয়ে থাকে। ওঃ কি অন্ধকার রাত্তির! এই রাত্তিরে যদি আমি আত্মহত্যা করি, তা হলে ত আমায় কেও দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু সেই অন্তর্যামী দেখ্‌বেন্। এ জন্মে এই নরকের আগুণে পুড়ে খাক্ হলেম্, আবার আত্মহত্যা করে কি পরজন্মেও এইরূপ নরক ভোগ কর্‌বো? তা নয়—এই করা যাগ—আমি বলিগে আমার ছেলেকে আমি খুন করিচি, আমায় ফাঁসি দাও। (উচ্চৈঃস্বরে) ও পাহারাওয়ালা! ও সার্জ্জন! আমি এত গুল লোককে খুন করেছি, আমায় ধর, আমায় ফাঁসি দাও—

[উন্মত্তভাবে নফরের বহির্গমন]

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত।

[১১২ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।]